٤٩٧- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوْتِكُمَا هٰذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالاَ : الْجُوْعُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَأَنَا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَأَخْرَجَنِي الَّذِيْ أَخْرَجَكُمَا قُوْمًا فَقَامَا مَعَهُ فَأَتَى رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِيْ بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ : مَرْحَبًا وَأَهْلاً فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَيْنَ فُلاَنٌ؟ قَالَتْ : ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا الْمَاءَ إِذْ جَاءَ الأَنْصَارِيُّ فَنَظَرَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ، مَا أَحَدٌ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّي فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيْهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ فَقَالَ : كُلُوْا وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِيَّاكَ وَالْحَلُوْبَ فَذَبَحَ لَهُمْ ، فَأَكَلُوْا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذٰلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوْا فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوْا وَرَوُوْا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هٰذَا النَّعِيْمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمُ الْجُوْعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوْا حَتَّى أَصَابَكُمْ هٰذَا النَّعِيْمُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৯৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা দিনে অথবা রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাড়ীর বাইরে বের হলেন। এমন সময় দেখা গেল হযরত আবু বকর ও উমর (রা) বেরিয়েছেন। তিনি তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ মুহূর্তে কোন্ জিনিস তোমাদের এমন সময় বাড়ির বাইরে বের করে এনেছে? তাঁরা বললেন ঃ ক্ষুধার জ্বালা বের করেছে ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, যে জিনিসটা তোমাদের ঘরের বাইরে এনেছে, সেটি আমাকেও বের করে ছেড়েছে। দাঁড়াও! সুতরাং তাঁরা দু'জন তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন।. এরপর তাঁরা (চলতে চলতে) জনৈক আনসারীর বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু দেখা গেলো, তিনি বাড়ী নেই। তাঁর স্ত্রী যখন তাঁকে দেখতে পেলেন, (তখন খুশীতে ডগ্‌মগ্ হয়ে) বললেন ঃ মারহাবা- স্বাগতম! তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ অমুক কোথায়? তিনি বললেন, উনি তো আমাদের জন্যে মিষ্টি পানি আনতে গেছেন। ইতিমধ্যে আনসারী এসে রাসূলুল্লাহ্ ও তাঁর সাথীদ্বয়কে দেখে বললেন ঃ 'আলহামদু লিল্লাহ' আজ কারো কাছে আমার মেহমানের চেয়ে সম্মানিত মেহমান উপস্থিত নেই। অতঃপর তিনি বাড়ীর ভেতরে চলে গেলেনএবং পাকা-তাজা খেজুরের একটি গুচ্ছ এনে তাঁদের সামনে

রেখে বললেন, এগুলো খেতে থাকুন। অতঃপর তিনি একটি ছুরি নিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ দুগ্ধবতী বকরী যবেহ্ করো না। অতঃপর তিনি তাঁদের জন্য একটি বক্‌রী যবেহ করে রান্না করে নিয়ে এলেন। তাঁরা সে বক্‌রী থেকে ও খেজুর গুচ্ছ খেলেন এবং পানি পান করলেন। সকলেই যখন পেট ভরে খেলেন ও তৃপ্তিসহকারে পান করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর ও উমরকে বললেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি! কিয়ামতের দিন তোমাদের এ নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ক্ষুধা তোমাদের বাড়ী থেকে বের করেছে, অতঃপর এ নিয়ামত পেয়ে তোমরা বাড়ী ফিরেছো। (মুসলিম)

٤٩٨- وَعَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَرَ الْعَدَوِيِّ قَالَ خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ وَكَانَ أَمِيْرًا عَلَى الْبَصْرَةِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصُرْمٍ وَوَلَّتْ حَذَّاءَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلاَّ صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ يَتَصَابُّهَا صَاحِبُهَا وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُوْنَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لاَ زَوَالَ لَهَا فَانْتَقِلُوْا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَضَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفِيْرِ جَهَنَّمَ فَيَهْوِىْ فِيْهَا سَبْعِيْنَ عَامًا لاَ يُدْرِكُ لَهَا قَعْرًا وَاللّٰهِ لَتُمْلأَنَّ ..... أَفَعَجِبْتُمْ؟ وَلَقَدْ ذُكِرَلَنَا اَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرًا عَيْنٍ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَّةِ مَسِيْرَةَ أَرْبَعِيْنَ عَامًا وَلَيَأْتِيْنَ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيْظٌ مِنَ الزِّحَامِ وَلَقَدْ رَأَيْتَنِىْ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقَ الشَّجَرِ حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِىْ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَاتَّزَرْتُ بِنِصْفِهَا ، وَاتَّزَرَ سَعْدٌ بِنِصْفِهَا فَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ أَصْبَحَ أَمِيْرًا عَلَى مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ وَإِنِّىْ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ أَنْ أَكُوْنَ فِىْ نَفْسِىْ عَظِيْمًا وَعِنْدَ اللّٰهِ صَغِيْرًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৯৮. হযরত খালিদ ইব্‌ন উমর আল-আদাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা বাস্‌রার গভর্ণর উৎবা ইব্‌ন গাযওয়ান (রা) আমাদের সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে হাম্‌দ ও সানা পাঠ করার কর বললেন. দুনিয়া তো ধ্বংসের ঘোষণা দিচ্ছে এবং খুব দ্রুত মুখ ফিরিয়ে ভাগতে শুরু করেছে। আর পানি পান করার পর পাত্রের তলদেশে যেটুকু পানি অবশিষ্ট থেকে যায়, দুনিয়াটা শুধু এতটুকুই অবশিষ্ট আছে, আর দুনিয়াদাররা তা থেকেই পান করছে। আর তোমাদেরকে এ নশ্বর জগত ত্যাগ করে এক অবিনশ্বর জগতের দিকে পাড়ি জমাতে হবে। সুতরাং তোমাদের কাছে যে উত্তম বস্তুগুলো আছে, তা নিয়ে যায়। আমাদের কাছে বর্ণনা করা

হয়েছে যে, জাহান্নামের এক পার্শ্ব থেকে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হবে এবং সত্তর বছর পর্যন্ত এর ভেতরের নিচের দিক পড়তে থাকবে, তবু এ গর্তের তলদেশে পৌছতে পারবে না। আল্লাহর কসম! তুব এটা পূর্ণ করা হবে। তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছো? আমাদের তো এর বর্ণনা করা হয়েছে যে, জান্নাতের দরজাসমূহের দু'টি কপাটের মধ্যখানে চওড়া স্থানটা চল্লিশ বছরের দুরত্ব হবে। অথচ এমন একটি দিন আসবে, যখন তা ভীড়ে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। আর আমি নিজেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাতজন ব্যক্তির মধ্যে সপ্তম হিসেবে দেখেছি, গাছের পাতা ছাড়া আমাদের কাছে আর কোনো খাদ্যই ছিলো না। তা খেতে খেতে আমাদের চোয়ালে ঘা হয়ে গিয়েছিল। আমি একটি চাদর পেয়েছিলাম। তা দু'টুক্‌রো করে ফেড়ে আমি ও সা'দ ইব্‌ন মালিক (রা) ভাগ করে নিলাম। এর অর্ধেকটা দিয়ে আমি লুঙ্গি বানালাম এবং বাকী অর্ধেকটা দিয়ে সা'দ লুঙ্গি বানালেন। কিন্তু বর্তমানের অবস্থা হলো এ রূপ যে, আমাদের প্রায় প্রত্যেকেই কোনো না কোনো শহরের গভর্ণর হয়েছেন। আমি নিজের কাছে বড় হওয়া ও আল্লাহর কাছে ছোট হওয়া থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (মুসলিম)

٤٩٩- وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَخْرَجَتْ لَنَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا كِسَاءً وَإِزَارًا غَلِيْظًا قَالَتْ قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ هٰذَيْنِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৯৯. হযরত আবু মূসা আশ্'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আয়েশা (রা) আমাদের সামনে একটি চাদর ও একটি মোটা লুঙ্গি বের করে এনে বললেন, এ দু'টো পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকাল হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٠٠- وَعَنْ سَعْدُ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ إِنِّيْ لَأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَقَدْ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقَ الْحُبْلَةِ وَهٰذَا السَّمُرُ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَالَهُ خَلْطٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫০০. হযরত সা'দ ইব্‌ন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমিই ছিলাম সর্বপ্রথম আরববাসী, যে আল্লাহর পথে তীরন্দাজী করেছে। আর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছি। আমাদের কাছে বাবলা আর এই ঝাউ গাছেরপাতা ছাড়া আর কোনো খাদ্যই ছিল না। এমনকি আমাদের লোকেরা ছাগলের বিষ্ঠার ন্যায় পায়খানা করতো, একটা আকেরটার সাথে মিশতো না। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٠١- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اٰلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫০১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "হে আল্লাহ! মুহাম্মদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিবারকে ক্ষুধা নিবারণ উপযোগী পরিমাণ রিযিক দান করুন।" (বুখারী ও মুসলিম)

٥٠٢- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : وَاللّٰهِ الَّذِيْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ إِنْ كُنْتُ لأَعْتَمِدُ بِكَبِدِيْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْجُوْعِ وَإِنْ كُنْتُ لأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِيْ مِنَ الْجُوْعِ وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيْقِهِمُ الَّذِيْ يَخْرُجُوْنَ مِنْهُ فَمَرَّ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَبَسَّمَ حِيْنَ رَآنِيْ وَعَرَفَ مَا فِيْ وَجْهِيْ وَمَا فِيْ نَفْسِيْ ثُمَّ قَالَ : اَبَا هِرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ اَلْحَقْ وَمَضَى فَاتَّبَعْتُهُ ، فَدَخَلَ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لِيْ فَدَخَلْتُ ، فَوَجَدَ لَبَنًا فِيْ قَدَحٍ فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ هٰذَا اللَّبَنُ قَالُوْا أَهْدَاهُ لَكَ فُلاَنٌ أَوْ فُلاَنَةُ قَالَ أَبَا هِرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِيْ قَالَ : وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الْإِسْلاَمِ لاَ يَأْوُوْنَ عَلَى أَهْلٍ وَلاَ مَالٍ وَلاَ عَلَى أَحَدٍ ، وَكَانَ إِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا ، وَأَشْرَكَهُمْ فِيْهَا ، فَسَاءَنِيْ ذٰلِكَ فَقُلْتُ وَمَا هٰذَا اللَّبَنُ فِيْ أَهْلِ الصُّفَّةِ ! كُنْتُ أَحَقَّ أَنْ أُصِيْبَ مِنْ هٰذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوّٰى بِهَا ، فَإِذَا جَاؤُوْا وَأَمَرَنِيْ فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيْهِمْ وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِيْ مِنْ هٰذَا اللَّبَنِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللّٰهِ وَطَاعَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بُدٌّ، فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ ، فَأَقْبَلُوْا وَاسْتَأْذَنُوْا ، فَأَذِنَ لَهُمْ وَأَخَذُوْا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ قَالَ يَا اَبَا هِرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ :خُذْ فَأَعْطِهِمْ قَالَ فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ ، فَجَعَلْتُ أُعْطِيْهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتّٰى يَرْوٰى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْقَدَحَ فَأُعْطِيْهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتّٰى يَرْوٰى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ فَيَشْرَبُ حَتّٰى يَرْوِيْ ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْقَدَحَ حَتّٰى انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ ، فَقَالَ : أَبَا هِرٍّ قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بَقِيْتُ أَنَا وَأَنْتَ قُلْتُ : صَدَقْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ اقْعُدْ فَاشْرَبْ

فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ فَقَالَ : اشْرَبْ فَشَرِبْتُ فَمَا زَالَ يَقُوْلُ اشْرَبْ حَتَّى قُلْتُ لاَ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا! قَالَ فَأَرِنِىْ فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ ، فَحَمِدَ اللّٰهَ تَعَالَى وَسَمَّى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৫০২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম, যিনি ছাড়া কোনো ইলাই নেই! রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুগে ক্ষুধার কারণে আমি পেট মাটির সাথে লাগিয়ে রাখতাম। কখনো আবার ক্ষুধার কারণে কোনো ভারী পাথর পেটে বেঁধে রাখতাম। একদা আমি লোক চলাচলের পথের ওপর বসে থাকলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে পথ দিয়ে যাওয়ার সময় আমাকে দেখে মুচকি হাসলেন এবং মুখমণ্ডলের অবস্থা ও অন্তরের কথা বুঝে ফেললেন। অতঃপর বললেন ঃ হে আবু হুরায়রা! আমি বললাম, ইহা রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার খেদমতে উপস্থিত আছি। তিনি বললেন ঃ আমার সাথে এসো। এ কথা বলে তিনি রওয়ানা দিলেন। আমিও তাঁর পিছে পিছে গেলাম। অতঃপর তিনি অনুমতি নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করলেন এবং আমাকে অনুমতি প্রদান করলে আমিও প্রবেশ করলাম। তিনি এক পেয়ালা দুধ দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ দুধ কোথেকে এসেছে? পরিবারের লোকেরা বললো, অমুক ব্যক্তি বা (রাবীর সন্দেহ) অমুক মেয়েলোক আপনার জন্য হাদিয়া পাঠিয়েছে। তিনি বললেন ঃ হে আবু হুরায়রা (রা)! আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার খেদমতে হাযির আছি। তিনি বললেন ঃ যাও তো, আসহাবে সুফ্‌ফাদের ডেকে নিয়ে এসো। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বললেন ঃ আসহাবে সুফ্‌ফারা হলো ইসলামের মেহমান। তাদের বাড়ী-ঘর, পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ কিছুই ছিল না। এমন কোনো বন্ধুবান্ধবও ছিল না যাদের বাড়িতে গিয়ে তারা থাকতে পারতো। তাঁর (রাসূলের) কাছে কোনো সাদাকার মাল আসলে, তিনি তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন, তিনি তাতে হাত দিতেন না। আর যখন কোনো হাদিয়া বা উপহার আসতো, তখন তিনি তাদের ডেকে কিছু পাঠিয়ে দিতেন আর নিজেও তা থেকে গ্রহণ করতেন। সেদিন তাদের ডাকার কথা বলাতে আমার কাঁছে খুব খারাপ লাগলো। আমি মনে মনে বললাম, আসহাবে সুফ্‌ফার মধ্যে এইটুকু দুধে কি হবে? আমি তো বেশী হক্‌দার ছিলাম, এ দুধের কিছু পান করে শক্তি অনুভব করতাম। আর তারা যখন আসবে, তাদের এ দুধ পরিবশেন করার জন্যে তিনি তো আমাকেই আদেশ দিবেন। তাদের সবাইকে দেয়ার পর এ থেকে আমি কিছু পাব বলে তো মনে হচ্ছে না। অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ পালন করা ছাড়া কোনো উপায়ও ছিল না। কাজেই আমি তাঁদের কাছে গিয়ে তাঁদের ডাকলাম। তাঁরা এসে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমিত চাইলে তিনি তাঁদের অনুমতি দিলেন। তাঁরা ঘরের নিজ নিজ জায়গায় বসে পড়লেন। এবার তিনি আমাকে বললেন ঃ হে আবু হুরায়রা! আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার খেদমতে উপস্থিত আছি। তিনি বললেন ঃ দুধের পেয়ালাটি নিয়ে তাদের পরিবেশন করো। তিনি (আবু হুরায়রা) বলেন, অতঃপর আমি পেয়ালা ফেরত দিতেন, অতঃপর আরেকজননে দিতাম, তিনিও পূর্ণতৃপ্তির সাথে পান করে আমাকে পেয়ালাটা দিতেন।

এভাবে সবার শেষে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে পেয়ালা নিয়ে হাযির করলাম। অথচ উপস্থিত সকলে তৃপ্তির সাথে তা পান করেছেন। তিনি পেয়ালাটা নিয়ে নিজের হাতে রেখে মুচকি হেসে বললেন ঃ হে আবু হুরায়রা! আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার বরকতময় খেদমতেই হাযির। তিনি বললেন ঃ আমি আর তুমি বাকী রয়ে গেছি। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ বসো এবং দুধ পান করো। অতঃপর আমি বসে তা পান করলাম। তিনি আবার বললেন ঃ পান করো, আমি আবার পান করলাম। অতঃপর তিনি আমাকে পান করার কথা বলতেই থাকলেন। অবশেষে আমি বললাম, না, আর পারবো না। সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন। এর জন্যে আমার পেট আর কোনো খালি জায়গা নেই। তিনি বললেন ঃ আমাকে এবার তৃপ্ত করো। আমি তাঁকে পেয়ালা দিলে তিনি মহান আল্লাহর প্রশংসাসূচক বাক্য 'আলহামদু লিল্লাহ ও বিস্‌মিল্লাহ' বলে অবশিষ্ট দুধ পান করলেন। (বুখারী)

٥٠٣- وَعَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتَنِى وَأَنِّىْ لَأَخِرُّ بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا مَغْشِيًّا عَلَىَّ فَيَجِئُ الْجَائِىْ فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُقُى وَيَرَى أَنِّى مَجْنُوْنٌ وَمَا بِىْ مِنْ جُنُوْنٍ مَا بِى إِلاَّ الْجُوْعُ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيهُ -

৫০৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (র) থেকে আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নিজেকে এমন অবস্থায়ও দেখেছি যে, যখন আমি ক্ষুধার তাড়নায় বেহুঁশ হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিম্বর ও আয়েশার (রা) কক্ষের মাঝখানে পড়ে থাকতাম, তখন কেউ কেউ এসে আমাকে পাগল মনে করে ঘাড়ে পা রাখতো। অথচ আমার মধ্যে পাগলামী ছিল না বরং ছিল শুধু ক্ষুধার তীব্রতা। (বুখারী)

٥٠٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَهُ عِنْدَ يَهُوْدِىٍّ فِى ثَلاَثِيْنَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫০৪. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিরোধানের সময় অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁর বর্মটি জনৈক ইয়াহূদীর কাছে ৩০ সা' যবের বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়েছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٠٥- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَهَنَ النَّبِىُّ ﷺ دِرْعَهُ بِشَعِيْرٍ وَمَشَيْتُ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيْرٍ وَأَهَالَةٍ سَنِخَةٍ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : مَا أَصْبَحَ لاَلِ مُحَمَّدٍ صَاعٌ وَلاَ أَمْسَى وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

৫০৫. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বর্মটি কিছু যবের বিনিময়ে বন্ধক রেখেছিলেন। আর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যবের রুটি এবং দুর্গন্ধযুক্ত ময়দার রুটি নিয়ে গিয়েছিলাম। আমি আনাসকে বলতে শুনেছি ঃ মুহাম্মাদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিবারের জন্য সকাল-সন্ধ্যায় এক সা' গমও মিলতো না, অথচ তাতে নয়টি ঘর ছিল। (বুখারী)

٥٠٦- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ إِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ قَدْ رَبَطُوا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ وَفَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৫০৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ৭০ জন এমন আসহাবে সুফ্ফাকে দেখেছি, যাদের কারো কাছেই কোন চাঁদর ছিল না। কারো কাছে হয়তো একটি লুংগি ছিল আবার কারো কাছে ছিল একটি কম্বল। আর সেটা তাদের কাঁধের সাথে বেঁধে রাখতেন। তাদের মধ্যে আবার কারো লুংগী পায়ের দু'গোছা পর্যন্ত পড়তো, কারোটা দু'হাঁটু পর্যন্ত। লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হয়ে দেখা যাওয়ার ভয়ে তারা লুংগী হাতে ধরে রাখতেন। (বুখারী)

٥٠٧- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ فِرَاشُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ أُدْمٍ حَشْوُهُ لِيْفٌ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৫০৭. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চামড়ার একটি বিছানা ছিল, এর ভেতরে ভরা ছিল খেজুরের ছাল। (বুখারী)

٥٠٨- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْبَرَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا أَخَا الْأَنْصَارِ كَيْفَ أَخِيْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ؟ فَقَالَ : صَالِحٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَعُوْدُهُ مِنْكُمْ؟ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ وَلَا خِفَافٌ وَلَا قَلَانِسُ وَلَا قُمُصٌ نَمْشِيْ فِي تِلْكَ السِّبَاخِ حَتَّى جِئْنَاهُ فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ حَتَّى دَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ الَّذِيْنَ مَعَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৫০৮. হযরত ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বসাছিলাম ; এমন সময় জনৈক আনসারী এসে তাঁকে সালাম দিলেন।

অতঃপর ফিরে যেতে রওয়ানা হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আনসারী ভাই! আমার ভাই সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) কেমন আছেন? তিনি বললেন, ভালোই আছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে তাঁকে দেখতে যেতে চাও? এক কথা বলে তিনি বলে উঠে রওয়ানা দিলেন। আমরাও তাঁর সাথে চললাম। আমরা সংখ্যায় ছিলাম দশের চেয়ে কিছু বেশী। কিন্তু আমাদের কারো কাছে কোনো জুতা, মোজা, টুপি এবং জামা ছিল না। এমতাবস্থায় আমরা অনাবদী প্রান্তর পেরিয়ে তাঁর কাছে এসে পৌছলাম। অতঃপর তাঁর (সা'দের) চারপাশ থেকে তাঁর গোত্রের লোকেরা চলে গেলো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীরা তাঁর নিকটবর্তী হলেন। (মুসলিম)

٥٠٩- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ خَيْرُكُمْ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ قَالَ عِمْرَانَ : فَمَا أَدْرِيْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّتَيْنِ ثَلاَثًا ثُمَّ يَكُوْنُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُوْنَ وَلاَ يَسْتَشْهَدُوْنَ يَخُوْنُوْنَ وَلاَ يُؤْتَمَنُوْنَ وَيَنْذِرُوْنَ وَلاَ يُوْفُوْنَ وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫০৯. হযরত ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার যুগের লোকেরাই (সাহাবীরা) তোমাদের মধ্য সবচাইতে উত্তম। অতঃপর যারা এর পরবর্তী আসবে (তাবিঈন)। এর পর যাঁরা তাঁদের পরবর্তী যুগে আসবে (তাবে-তাবিঈন ঃ পর্যায়ক্রমে তারাই উত্তম লোক)। ইমরান (রা) বলেন, এটা আমার স্মরণ নেই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথাটা দু'বার বলেছেন, নাকি তিনবার বলেছেন ঃ তাদের পরে এমন এক জাতির উদ্ভব হবে, যারা সাক্ষ্য দেবে কিন্তু তাদের কাছ থেকে সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। তারা খিয়ানত করবে, আমানতদারী করবে না; অংগীকার করবে, কিন্তু পূর্ণ করতে না; আর তাদের শরীরে মেদ পরিলক্ষিত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٥١٠- وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَّكَ وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَّكَ وَلاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৫১০. হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হে আদম সন্তান ! তুমি যদি তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সৎকাজে ব্যয় করো, তাহলে তোমরা কল্যাণ হবে, আর যদি তা আটকে রাখো, তাহলে অনিষ্ট হবে। তবে তোমার প্রয়োজন মাফিক সম্পদ তোমার কাছে রেখে দিলও তিরস্কৃত হবে না। আর সর্বপ্রথম তোমার পরিবার পরিজনদের ওপর খরচ করা শুরু করো। (তিরমিযী)

٥١١- وَعَنْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بنِ مِحْصَنٍ الْأَنْصَارِيُّ الْخَطْمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِيْ سَرْبِهِ مُعَافًى فِيْ جُسَدِهِ عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيْرِهَا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৫১১. হযরত উবাইদুল্লাহ ইব্ন মিহসান আনসারী আল-খাত্‌মী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শারীরিক নিরাপদ অবস্থায় ও সুস্থ দেহ নিয়ে সকাল উদ্‌যাপন করলো এবং তার কাছে ক্ষুধা নিবারণের মতো একদিনের খোরক আছে, তাহলে তা যেনো দুনিয়ার যাবতীয় কিছুই প্রদান করা হয়েছে। (তিরমিযী)

٥١٢- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ عَمْرِو بنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا آتَاهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৫১২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সেই ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে যে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তার কাছে প্রয়োজন মাফিক রিযিক আছে আর আল্লাহ্ তাকে যা দিয়েছেন তার উপরই তাকে তুষ্ট রেখেছেন। (মুসলিম)

٥١٣- وَعَنْ أَبِيْ مُحَمَّدٍ فَضَالَةَ بنْ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ طُوْبٰى لِمَنْ هُدِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنِعَ ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৫১৩. হযরত আবু মুহাম্মদ ফুযালা ইব্ন ওবায়েদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যাকে ইসলামের হিদায়েত প্রদান করা হয়েছে তার জন্য সুসংবাদ ও মুবারকবাদ। প্রয়োজন মাফিক সম্পদে তার জীবন অতিবাহিত হয় এবং তার ওপরই সে তুষ্ট থাকে। (তিরমিযী)

٥١٤- وَعَنْ أَبِيْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَبِيْتُ اللَّيَالِيَ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا وَأَهْلُهُ لَايَجِدُوْنَ عَشَاءً وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيْرِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫১৪. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একনাগাড়ে কয়েকদিন পর্যন্ত ভুখা থাকতেন; আর তাঁর পরিবারে রাতের খাবার জুটতো না। প্রায়শই তাঁদের খাবার হতো যবের রুটি। (তিরমিযী)

٥١٥- وَعَنْ فُضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ يَخِرُّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِى الصَّلَاةِ مِنَ الْخَصَاصَةِ وَهُمْ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ حَتَّى يَقُوْلُ الْأَعْرَابُ هَؤُلَاءِ مَجَانِيْنَ فَإِذَا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالَى لَأَحْبَبْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوْا فَاقَةً وَحَاجَةً - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৫১৫. হযরত ফুযালা ইব্‌ন উবায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সাহাবা কেরামকে নিয়ে নামায পড়তেন, তখন তাঁর পেছনে দাঁড়ানো ব্যক্তিদের মধ্য থেকে ক্ষুধার কারণে কয়েকজন মাটিতে ঢলে পড়ে যেতেন। আর তাঁরা আসহাবে সুফ্‌ফার অন্তর্গত ছিলেন। এমনকি বেদুঈনরা তাদের পাগল বলে আখ্যায়িত করতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতেনঃ তোমরা যদি জানতে যে, আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য কি মর্যাদা ও সামগ্রী মওজুদ আছে, তাহলে ক্ষুধা ও অভাব আরো বৃদ্ধি হওয়ার কামনা করতে। (তিরমিযী)

٥١٦- وَعَنْ أَبِىْ كَرِيْمَةَ الْمِقْدَامِ بنِ مَعْدِيْكَرِبَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مَلَأَ آدَمِىٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৫১৬. হযরত আবু কারীমা মিকদাদ ইব্‌ন মা'আদীকারব্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মানুষের ভরা পেটের চাইতে খারাপ পাত্র আর নেই। মানুষের কোমর সোজা রাখার জন্যে কয়েকটি গ্রাসই তো যথেষ্ট। এর চাইতেও কিছু ভরা যদি প্রয়োজনই হয়, তবে পেটকে তিন ভাগে ভাগ করে নেবে। এর-তৃতীয়ংশ খাদ্যের জন্য, অপর অংশ পানীয় এবং বাকী অংশ স্বাস-প্রশ্বাস চলাচলের জন্য রেখে দেবে। (তিরমিযী)

٥١٧- وَعَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ إِيَاسِ بنِ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِىِّ الْحَارِثِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا عِنْدَهُ الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَلَا تَسْمَعُوْنَ؟ أَلَا تَسْمَعُوْنَ؟ إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيْمَانِ إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيْمَانِ يَعْنِىْ : اَلتَّقَحُّلَ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৫১৭. হযরত আবু উমাম আবু উমাম ইয়াস সা'লাবা আনসারী আল-হারেসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ তাঁর কাছে

দুনিয়াদারী সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ তোমরা কি শুনছো না? তোমরা কি শুনছো না? আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতা পরিত্যাগ করা ঈমানের লক্ষণ, নিসন্দেহে বিলাসিতা পরিত্যাগ করা ঈমানের নির্দশন। অর্থাৎ সাদাসিদা ও সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করা। (আবু দাউদ)

٥١٨- وَعَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ نَتَلَقَّى عِيْرًا لِقُرَيْشٍ وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِيْنَا تَمْرَةً تَمْرَةً فَقِيْلَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ بِهَا؟ نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِيُّ ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ ، فَتَكْفِيْنَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ وَكُنَّا نَضْرِبُ الْخَبَطَ ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ قَالَ وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيْبِ الضَّخْمِ ، فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هِيَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَيْتَةٌ ثُمَّ قَالَ لاَ بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوْا فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثَلاَثُمِائَةٍ حَتّٰى سَمِنَّا وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَيْنِهِ بِالْقِلاَلِ الدُّهْنَ وَنَقْطَعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالثَّوْرِ أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ ، وَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَأَقْعَدَهُمْ فِيْ وَقْبِ عَيْنِهِ وَأَخَذَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلاَعِهِ فَأَقَامَهَا رَجُلَ أَعْظَمَ بِعِيْرٍ مَعَنَا فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ أَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللّٰهُ لَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَئٌ فَتُطْعِمُوْنَا فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْهُ فَأَكَلَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৫১৮. হযরত আবু আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু উবাইদার নেতৃত্বে আমাদের কুরায়েশদের একটি কাফিলার মুকাবিলার জন্য প্রেরণ করেন এবং আমাদের মাত্র এক বস্তা খেজুর প্রদান করেন, এছাড়া আর কিছুই দেননি। হযরত আবু উবায়দা (রা) আমাদের একেকজনকে প্রতিদিন একটি করে খেজুর দিতেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, একটি খেজুরে আপনাদের চলতো কি করে? তিনি বলেন, শিশুরা যেরূপ চোষে আমরাও সেরূপে চুষতে থাকতাম, অতঃপর পানি পান

করতাম, এভাবে সারাদিনের জন্য আমাদের যথেষ্ট হয়ে যেতে। আর আমরা লাঠি দিয়ে গাছের পাতা পেড়ে পানিতে ভিজিয়ে খেতাম। তিনি (রাবি) বলেন, অতঃপর আমরা সমুদ্রের উপকূলে পৌঁছে গেলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম সমুদ্র উপকুলে বিরাট টিলার মত মস্তবড় একটি জিনিস পড়ে আছে। আমরা এর কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম যে, বিরাট এক সামুদ্রিক জীব। একে আম্বর বা তিমি বলা হয়। হযরত আবু উবাইদা (রা) বললেন, এটা তো মৃত। পুনরায় তিনি বললেন, না, আমরা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেরিত বাহিনী এবং আল্লাহর পথের মুজাহিদ, আর আমরা তো অক্ষম। কাজেই এটা তোমাদের জন্য হারাম নয়। সুতরাং তোমরা খেতো পারো। অতঃপর আমরা এক মাস পর্যন্ত এটা খেয়েই অতিবাহিত করলাম। আর আমরা তিন শ' লোক ছিলাম। এটা খাওয়ার ফলে সবাই মোটা হয়ে গেলাম। আর আমরা এও দেখেছি যে মশক ভরে ভরে এর চোখের বৃত্ত থেকে তেল বের করতাম এবং ষাঁড়ের গোশ্‌তের টুক্‌রার মতে টুক্‌রা কেটে বের করতাম। একদা আবু উবায়দা আমাদের তেরোজনকে নিয়ে এর চোখের বৃত্তে বসিয়ে দিলেন এবং পর পাঁজরসমূহের মধ্য থেকে একটি পাঁজর দাঁড় করালেন এবং আমাদের সাথের সবচে' বড় একটি উটের উপর হাওদা রেখে এর নিচে দিয়ে চালিয়ে নিলাম। অবশেষে এর কিছু গোশ্‌ত আমরা রসদের জন্য পাকিয়ে রেখে দিলাম। অতঃপর আমরা মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হলাম। আমরা তাঁর কাছে এসে এ ব্যাপারে আলোচনা করতে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তোমাদের রিযিক হিসেবে এটা প্রদান করেছেন। তোমাদের কাছে এর কিছু গোশ্‌ত আছে কি? তাহলে আমাদেরও খাওয়াতে পারতে। অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিছু গোশ্‌ত পাঠিয়ে দিলাম এবং তিনি তা খেলেন। (মুসলিম)

٥١٩- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ كَانَ كُمُّ قَمِيْصِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الرُّصْغِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ -

৫১৯. হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামার আস্তিন ছিলো কব্জি পর্যন্ত। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٥٢٠- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ إِنَّا كُنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ شَدِيْدَةٌ ، فَجَاؤُوْا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا :هٰذِهِ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ فِي الْخَنْدَقِ فَقَالَ أَنَا نَازِلٌ ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوْبٌ بِحَجَرٍ وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَذُوْقُ ذَوَاقًا فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ الْمِعْوَلَ فَضَرَبَ فَعَادَ كَثِيْبًا أَهْيَلَ أَوْ أَهْيَمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ائْذَنْ لِيْ إِلَى الْبَيْتِ ، فَقُلْتُ لِامْرَأَتِيْ رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا مَا فِيْ ذٰلِكَ صَبْرٌ فَعِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ ": عِنْدِيْ شَعِيْرٌ وَعَنَاقٌ فَذَبَحْتُ الْعَنَاقَ وَطَحَنَتْ الشَّعِيْرَ حَتَّى اللَّحْمَ فِي الْبُرْمَةِ ، ثُمَّ

جِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَالْعَجِيْنُ قَدِ انْكَسَرَ وَالْبُرْمَةَ بَيْنَ الْأَثَافِيِّ قَدْ كَادَتْ تَنْضِجُ ، فَقُلْتُ طُعَيِّمُ لِيْ ، فَقُمْ أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلاَنِ قَالَ : كَمْ هُوَ ؟ فَقَالَ : كَثِيْرٌ طَيِّبٌ .قُلْ لَهَا لاَ تَنْزِعِ الْبُرْمَةَ وَلاَ الْخُبْزَ مِنَ التُّنُّوْرِ حَتَّى آتِيَ فَقَالَ : قُوْمُوْا فَقَامَ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْأَنْصَارُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَقُلْتُ : وَيْحَكِ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمُهَاجِرُوْنَ وَالْأَنْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ ! قَالَتْ هَلْ سَأَلَكَ ؟ قُلْتُ نِعَمْ : قَالَ ادْخُلُوْا وَلاَ تَضَاغَطُوْا فَجَعَلَ يَكْسِرُ الْخُبْزَ وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ ، وَيُخَمِّرُ الْبُرْمَةَ وَالتَّنُّوْرَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ يَنْزِعُ فَلَمْ يَزَلْ يَكْسِرُ وَيَغْرِفُ حَتَّى شَبِعُوْا وَبَقِيَ مِنْهُ فَقَالَ : كُلِيْ هَذَا وَأَهْدِيْ فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ جَابِرٌ لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ خَمَصًا ، فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِيْ فَقُلْتُ هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ فَإِنِّيْ رَأَيْتُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَمَصًا شَدِيْدًا؟ فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جِرَابًا فِيْهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيْرٍ وَلَنَا بَهِيْمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا وَطَحَنَتْ الشَّعِيْرُ . فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِيْ وَقَطَّعْتُهَا فِيْ بُرْمَتِهَا ثُمَّ وَلَّيْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ : لاَ تَفْضَحْنِيْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَنْ مَعَهُ، فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَبَحْنَا بَهِيْمَةً لَنَا ، وَطَحَنَتْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ فَصَاحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ : إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُوْرًا فَحَيَّهَلاً بِكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلاَ تَخْبِزَنَّ عَجِيْنَكُمْ حَتَّى أَجِيْ فَجِئْتُ وَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْدُمُ النَّاسَ ، حَتَّى امْرَأَتِيْ فَقَالَتْ بِكَ وَبِكَ ! فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِيْ قُلْتُ فَأَخْرَجَتْ عَجِيْنًا ، فَبَسَقَ فِيْهِ وَبَارَكَ. ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ وَبَارَكَ . ثُمَّ قَالَ : اُدْعِيْ خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعَكِ . وَاقْدَحِيْ مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلاَ تُنْزِلُوْهَا وَهُمْ أَلْفٌ ، فَأَقْسِمُ بِاللّٰهِ لَأَكَلُوْا حَتَّى تَرَكُوْهُ وَانْحَرَفُوْا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ وَإِنَّ عَجِيْنَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ ـ

৫২০. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধে আমরা খন্দক খনন করছিলাম, এমন সময় একটি পাথর বের হলো। তাঁরা (সাহাবীরা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বললো খন্দকে একটি কঠিন পাথর বেরিয়েছে। তিনি বললেন ঃ আমি নেমে দেখবো। এই বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আর এ সময় ক্ষুধার কারণে তাঁর পেট পাথর বাঁধা ছিল। কেননা তিনি দিন পর্যন্ত আমরা কিছুই মুখে দেইনি। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কোদাল হাতে নিয়ে পাথরে আঘাত করলেন, আর পাথরটি টুকরা টুকরা হয়ে বালিতে পরিণত হয়ে গেলো। আমি বললাম, ইয়া রাসূল্লাল্লাহ! আমাকে বাড়ী যাওয়ার অনুমতি দিন। অতঃপর আমি বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে বললাম, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে অবস্থায় দেখে এসেছি, তাতে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। তোমার কাছে কিছু আছে কি? সে বললো, আমার কাছে কিছু যব আছে আর একটি ছাগল ছানা আছে। আমি ছাগল ছানাটি যবেহ্ করলাম এবং যব পিষলাম। অতঃপর ডেক্‌চিতে গোশ্‌ত চড়িয়ে দিয়ে রুটি তৈরির উপযুক্ত হয়ে গেছে এবং এবং উনূনের ডেকচিতে গোশ্‌ত পাকানো হয়েছে। আমি তাঁকে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অল্প কিছু খাবারের ব্যবস্থা করেছি। দয়া করে আপনি এবং সাথে এক অথবা দু'জন লোক নিয়ে চলুন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমরা কতোজন যাবো? আমি তাকে পরিমাণ খুলে বললাম। তিনি বললেন ঃ আমরা বেশী গেলেই উত্তম হবে। তুমি তাকে (তোমার স্ত্রীকে) বলো, আমি না আসা পর্যন্ত ডেকচি নামিও না এবং উনূন থেকে রুটি বের করো না। অতঃপর তিনি সবাইকে সম্বোধন করে বললেন ঃ সকলেই চলো। অতএব মুহাজির ও আনসার সকলেই রওয়ানা দিলেন। আমি স্ত্রীর কাছে এসে বললাম, তোমার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসার, মুহাজির ও তাঁর সাথেই সবাই এসে গেছেন। সে বললো ঃ তিনি কি তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, অতঃপর তিনি বললেন ঃ তোমরা প্রবেশ করো; কিন্তু ভিড় করো না। তারপর তিনি রুটি টুকরো টুকরো করতে শুরু করলেন এবং এর ওপর গোশ্‌ত দিতে লাগলেন। আর ডেকচি ও উনূন ঢেকে ফেললেন। তিনি তা থেকে সাহাবীদের কাছে এনে ঢেলে দিতেন। এভাবে রুটি টুক্‌রো করতেই থাকলেন এবং তাতে তরকারী ঢেলে দিতে থাকলেন। অবশেষে সকলেই পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে পেট ভরে খেলেন আর কিছু অবশিষ্টও থাকলো, অতঃপর তিনি বললেন ঃ তুমি (জাবেরের স্ত্রী) খাও এবং যাদের ক্ষুধা পেয়েছে তাদের হাদিয়া দাও। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ হযরত জাবির (রা) বলেন, পরিখা খননের সময় আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে ক্ষুধার চিহ্ন দেখতে পেয়ে আমার স্ত্রীর কাছে ফিরে এলাম । তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কাছে কিছু আছে কি? কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুবই ক্ষুধার্ত দেখে এসেছি। অতঃপর সে এক সা' যব ভর্তি একটি থলে বের করে দিলেন। আর আমাদের পালিত একটি ভেড়ার বাচ্চা যবেহ্ করলাম। সে সব পিষে ফেললো। আমি অবসর হয়ে গোশ্‌ত টুক্‌রো করে ডেকচিতে চড়িয়ে দিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফিরে যেতে উদ্যত হতেই আমাকে

বললো, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীদের সামনে লজ্জিত করো না। অতঃপর আমি তাঁর কাছে হাযির হয়ে চুপে চুপে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের একটি ভেড়ার বাচ্চা ছিল, তা যবেহ করেছি ও এক সা' যব পিষে আটা তৈরী করেছে। সুতরাং দয়া করে আপনি কয়েকজন লোক সাথে নিয়ে চলুন। এ কথা শুনেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন ঃ আমি না আসা পর্যন্ত উনূন থেকে ডেক্‌চি নামিও না এবং আটার রুটি পাকিও না। আমি এসে পড়লাম আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবার আগে আগে আসলেন। আমি আমার স্ত্রীর কাছে এসে সব বললে সে বললো, তুমিই লজ্জিত হবে, তুমিই অপমানিত হবে। আমি বললাম, তুমি যা বলে দিয়েছিলে, আমি তো তাই করেছি। অতঃপর সে খামীর করা আটা বের করে দিল। তিনি তাতে মুখের লালা মিলিয়ে দু'আ করলেন। অতঃপর বললেন ঃ রাঁধুনীকে ডাকো। সে তোমাদের সাথে রুটি পাকাবে এবং ডেকচি থেকে গোশ্‌ত বের করবে। কিন্তু উনূন থেকে তা নামানো হবে না। সে সময় এক হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি ঃ তারা সবাই পেট ভরে খেয়ে গেলেন এবং অবশিষ্ট রেখে চলে গেলেন। আর এদিকে আমাদের ডেক্‌চিতে জোশ মারার শব্দ হচ্ছিল এবং একইভাবে রুটিও পাকানো হচ্ছিল।

٥٢١- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ : قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ضَعِيْفًا أَعْرِفُ فِيْهِ الْجُوْعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ : فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيْرٍ ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ ثَوْبِيْ وَرَدَّتْنِيْ بِبَعْضِهِ ثُمَّ أَرْسَلَتْنِيْ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ ، وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ فَقَالَ : أَلِطَعَامٍ فَقُلْتُ نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُوْمُوْا فَانْطَلَقُوْا وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ : قَدْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ ؟ فَقَالَتْ : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَهُ حَتَّى دَخَلاَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلُمِّيْ مَا عِنْدَكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَأَتَتْ بِذٰلِكَ الْخُبْزِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً فَأَدَمَتْهُ ثُمَّ قَالَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَقُوْلَ ، ثُمَّ

قَالَ : ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوْا ، ثُمَّ خَرَجُوْا ثُمَّ قَالَ : ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا ،ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ حَتَّى أَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوْا وَالْقَوْمُ سَبْعُوْنَ رَجُلاً أَوْ ثَمَانُوْنَ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৫২১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবু তালহা (রা) উম্মে সুলাইমকে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুর্বল কণ্ঠস্বর শুনলাম। ক্ষীণতায় তিনি ক্ষুধার্ত আছেন বলে মনে হয়। তোমার কাছে কিছু আছে কি? তিনি বললেন, হাঁ, অতঃপর তিনি কয়েক টুক্‌রা যবের রুটি বের করে আনলেন এবং ওড়নার কতক অংশ দিয়ে রুটি পেঁচিয়ে দিলেন। অতঃপর পুটুলিটি আমার কাপড়ের নিচে ঢেকে দিয়ে ওড়নার কতকাংশ আমার ওপর উড়িয়ে দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকজন সাহাবীকে নিয়ে মসজিদে বসে রয়েছেন। আমি তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আবু তালহা তোমাকে পাঠিয়েছে? আমি বললাম, হাঁ, তিনি বললেন ঃ খাবারের জন্য? আমি বললাম হ্যাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের বললেন ঃ চলো, সুতরাং সবাই রওয়ানা হলেন। আমি ও তাঁদের আগে আগে এসে আবু তালহাকে এ ব্যাপারে অবহিত করলাম। শুনে আবূ তালহা (রা) বললেন ঃ হে উম্মে সুলাইম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো সাহাবীদের নিয়ে এসে পড়েছেন। অথচ তাঁদের পরিবেশন করে খাওয়ানোর মতো কোনো কিছুই আমাদের কাছে নেই। তিনি (উম্মে সুলাইম) বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। অতঃপর আবু তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাতে করতে চললেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সামনে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডাক দিয়ে বললেন ঃ হে উম্মে সুলাইম! তোমার কাছে যা কিছু আছে নিয়ে এসো। তিনি সেই রুটিগুলো হাযির করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুটিগুলোকে টুক্‌রা টুক্‌রা করতে আদেশ দিলেন। এগুলো টুক্‌রো করা হলো উম্মে সুলাইমার এর ওপর ঘিয়ের পাত্র ঢেলে তরকারী তৈরী করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পছন্দ মুতাবিক বরকতের দু'আ পড়লেন। অতঃপর বললেন ঃ দশজনকে ভেতরে আসার অনুমতি দাও।তিনি (আবু তালহা) তাদের অনুমতি দিলেন। তাঁরা ভেতরে এসে তৃপ্তির সাথে খেয়ে বেরিয়ে গেলেন। অতঃপর আরো দশজনকে অনুমতি দেয়ার আদেশ দিলেন। তাদের অনুমতি দিলে,তারাও খেয়ে বেরিয়ে গেলেন। পুনরায় আরো দশজনের অনুমতি দিলেন। এভাবে এ দলের সত্তরজন লোক সবাই পূর্ণ তৃপ্তির সাথে খেয়ে গেলেন। এদলে ৭০জন অথবা (রাবীর সন্দেহ) ৮০জন লোক ছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الْقَنَاعَةِ وَالْعَفَافِ وَالْإِقْتِصَادِ فِي الْمَعِيشَةِ وَالْإِنْفَاقِ وَذَمِّ السُّؤَالِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ

অনুচ্ছেদঃ অল্পে তুষ্টি হওয়া ও চাওয়া থেকে বিরত থাকা এবং জীবন যাপন ও সংসার খরচে মধ্যম পথ অবলম্বন করা এবং প্রয়োজন ছাড়া কারোর কাছে চাওয়ার নিন্দা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (هود : ٦)

"প্রত্যেক প্রাণীর রিযিক দেয়া আল্লাহরই দায়িত্ব।" (সূরা হূদ ঃ ৬)

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا (البقرة : ٢٧٣)

"প্রকৃত দাবী সেই অভাবীদের জন্যেই যারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, তাদের পক্ষে দেশের কোথাও বিচরণ করার সম্ভব হচ্ছে না। চাওয়া থেকে বিরত থাকার দরুন নির্বোধরা তাদের ধনী মনে করে। তোমরা এদের লক্ষণ দেখেই চিনে নিতে পারবে। তারা লোকদের কাছে নাছোড়ভাবে ভিক্ষে করে বেড়ায় না।" (সূরা বাকারা ঃ ২৭৩)

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا (الفرقان : ٢٧)

"আর যারা যখন ব্যয় করে, তখন অপব্যয় ও করে না এবং কার্পণ্যও করে না। আর তাদের ব্যয় করা এ দুইয়ের মাঝামাঝি পথে হয়ে থাকে।" (সূরা ফুরকান ঃ ৬৭)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (الذاريات : ٥٦، ٥٧)

"আমি জিন্ ও মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে রিযিকও চাচ্ছিনে, আর তারা আমাকে খাইয়ে দেবে এটাও চাচ্ছি না।" (সূরা যারিয়াহ ঃ ৫৬-৫৭)

٥٢٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫২২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "ধন-সম্পদ বেশী থাকলেই ধনী হওয়া যায় না, বরং প্রকৃত ধনী হলো আত্মার ধনে ধনী"। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٢٣- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا آتَاهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৫২৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "সেই ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তাকে প্রয়োজন মাফিক রিযিক দেয়া হয়েছে আর আল্লাহ তাকে যা কিছুই প্রদান করেছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকার তাওফীকও দান করেছেন"। (মুসলিম)

٥٢٤- وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَعْطَانِيْ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِيْ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِيْ ثُمَّ قَالَ : يَا حَكِيْمُ إِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِيْ يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى قَالَ حَكِيْمٌ فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ أَبُوْبَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَدْعُوْا حَكِيْمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ أُشْهِدُكُمْ عَلَى حَكِيْمٍ أَنِّيْ أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِيْ قَسَمَهُ اللّٰهُ لَهُ فِيْ هٰذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيْمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى تُوُفِّيَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫২৪. হযরত হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিছু চাইলাম। তিনি আমাকে দান করলেন। আমি পুনরায় তাঁর কাছে চাইলাম। তিনি এবারো দান করলেন। আমি আবার চাইতে তিনি বললেন ঃ হে হাকীম! এ সম্পদ সবুজ শ্যামল ও মিষ্ট। যে ব্যক্তি নির্লোভ চিত্তে সম্পদ গ্রহণ করে, তার জন্য বরকত প্রদান করা হয়। আর যে ব্যক্তি লোভলালসার মন নিয়ে তা অর্জন করে, তার জন্য তাতে বরকত দেয়া হয় না। তার অবস্থা এরূপ হয় যে, কোনো লোক খাবার খেলো; কিন্তু তৃপ্তি পেল না। আর ওপরের হাত নিচের হাতের চাইতে উত্তম (দানকারী গ্রহণকারীর চাইতে উত্তম) হাকীম (রা) বললেন, ইহা রাসূলাল্লাহ! যিনি আপনার সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, তাঁর শপথ করে বলছি, এরপর থেকে দুনিয়া ত্যাগ করা পর্যন্ত আমি কারো কাছে কোনো কিছুই চাইব না। অতঃপর হযরত আবু বকর (রা) হাকীমকে ডেকে কোনো কিছু (দান) গ্রহণ করতে বলতেন।

তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন। অতঃপর হযরত উমর (রা) তাঁকে কিছু দেয়ার জন্য ডাকলেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। তখন হযরত উমর (রা) বললেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়! আমি তোমাদের হাকীমের উপর সাক্ষী রাখছি যে, 'ফাই' সম্পদ আল্লাহ তর জন্য যে অংশ প্রাপ্য নির্ধারণ করেছেন, সে প্রাপ্য অংশই আমি তার সামনে পেশ করেছি; কিন্তু সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে। অতঃপর হযরত হাকীম (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত আর কারো কাছেই কিছু চাননি। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٢٥- وَعَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزَاةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيْرٌ نَعْتَقِبُهُ فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا وَنَقِبَتْ قَدَمِيَ ، وَسَقَطَتْ أَظْفَارِيْ ، فَكُنَّا نَلُفُّ عَلَى أَرْجُلِنَا الْخِرَقَ ،فَسُمِّيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ عَلَى اَرْجُلِنَا مِنَ الْخِرَقِ قَالَ أَبُوْ بُرْدَةَ : فَحَدَّثَ أَبُوْ مُوْسَى بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ثُمَّ كَرِهَ ذٰلِكَ وَقَالَ : مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَهُ! قَالَ :كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُوْنَ شَيْئاً مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫২৫. হযরত আবু বুরদা ও আবু মূসা আশ্আরী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামের সাথে কোনো এক যুদ্ধে রওয়ানা হলাম। আমাদের ছয়জনের মাত্র একটি উট ছিল। আমরা পালাক্রমে এর ওপর আরোহণ করতাম। এ জন্য আমাদের পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়লো। পা তো ক্ষতবিক্ষত হলোই, আমার পায়ের নখগুলোও পড়ে গেলো। কাজেই আমরা পায়ে কাপড়ের পট্টি বেঁধে নিলাম। এ জন্যেই এ যুদ্ধের নাম হয়েছে জাতুর রিকা বা পট্টির যুদ্ধ। কেননা আমরা এ যুদ্ধে আমাদের পায়ে পট্টি বেঁধেছিলাম। হযরত আবু দারদা (রা) বলেন, হযরত আবু মূসা (রা) প্রথমে এ হাদীস বর্ণনা করেন। কিন্তু পরে তা অপছন্দ করেন এবং বলেন, হায়! আমি যদি তা বর্ণনা না করতাম। হযরত আবু দারদা (রা) বলেন, সম্ভবত তাঁর আমল প্রকাশের ভয়েই তিনি এটাকে খারাপ মনে করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٢٦- وَعَنْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أُتِيَ بِمَالٍ أَوْ سَبْيٍ فَقَسَّمَهُ ، فَأَعْطَى رِجَالاً ، وَتَرَكَ رِجَالاً ، فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِيْنَ تَرَكَ عَتَبُوْا ؛ فَحَمِدَ اللّٰهَ ، ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ؛ فَوَاللّٰهِ إِنِّيْ لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ ، وَالَّذِيْ أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِيْ أُعْطِيْ ، وَلٰكِنِّي إِنَّمَا أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِيْ قُلُوْبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ. وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى

مَا جَعَلَ اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مِنَ الْغَنِى وَالْخَيْرِ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ : فَوَاللّٰهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِىْ بِكَلِمَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُمْرَ النَّعَمِ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৫২৬. হযরত আমর ইব্‌ন তাগলিব (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিছু মাল অথবা বন্দী হাযির করা হলো। তিনি সেগুলো বন্টন করে কতক লোককে প্রদান করলেন এবং কতক লোককে দিলেন না। তাঁর কানে সংবাদ এলো তিনি যাদেরকে দেননি, তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে। সুতরাং তিনি অ াল্লাহর হ ামদ ও সানা পাঠ করার পর বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! করে বলছি, আমি কাউকে দিয়ে থাকি আর কাউকে দিই না। আর যাকে দিই না সে আমার কাছে সেই ব্যক্তির চাইতে বেশী প্রিয় যাকে দিয়ে থাকি। কিন্তু আমি তো এমন এক ধরনের লোকদের দিয়ে থাকি যাদের অন্তরে অস্থিরতা ও বিহ্বলতা দেখতে পাই। আর যাদের দিলে আল্লাহ ধনাঢ্যতা ও কল্যাণময়তা দান করেছেন তাদেরকে সেদিকেই সোপর্দ করি। এই ধরনের লোকদের মধ্যে আমর ইব্‌ন তাগলিব (রা) অন্যতম আম্‌র ইব্‌ন তাগ্‌লিব (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আমার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণী এতই মূল্যবান যে, এর বিনিময়ে লাল রংয়ের উট গ্রহণ করতেও আমি প্রস্তুত নই। (বুখারী)

٥٢٧- وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ السُّفْلَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫২৭. হযরত হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ওপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম? আর তোমার পরিবার-পরিজনদের ওপর থেকেই দান খয়রাত করতে শুরু করো। স্বচ্ছলতার পর যে, সাদাকা করা হয় সেটাই উত্তম সাদাকা। যে ব্যক্তি অন্যের কাছে চাওয়া থেকে বিরত থাকে আল্লাহ তাকে পুণ্যবান ও পবিত্র বানিয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি ধনী হতে চায় আল্লাহ তাকে ধনী বানিয়ে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٢٨- وَعَنْ أَبِى سُفْيَانَ صَخْرِ بْنِ حَرْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَا تُلْحِفُوْا فِى الْمَسْأَلَةِ ، فَوَ اللّٰهِ لَا يَسْأَلُنِىْ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّى شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ ، فَيُبَارَكَ لَهُ فِيْمَا أَعْطَيْتُهُ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৫২৮. হযরত আবু সুফিয়ান সাখ্‌র ইব্‌ন হারব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা অন্যের কাছে ভিক্ষা ফিরো না। আল্লাহর

কসম তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার কাছে কিছু চায় আর সে আমাকে অসন্তুষ্ট করে কিছু আদায় করে নেয়, সে আমার প্রদত্ত মালে বরকত পাবে না। (মুসলিম)

٥٢٩- وَعَنْ اَبِىْ عَبدِ الرَّحْمٰنِ عَوْف بنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تِسْعَةً اَوْ ثَمَانِيَةً اَوْ سَبْعَةً ، فَقَالَ : أَلاَ تُبَايِعُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَكُنَّا حَدِيْثِىْ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ ، فَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، ثُمَّ قَالَ أَلاَ تُبَايِعُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ فَبَسَطْنَا أَيْدِيْنَا وَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، فَعَلاَمَ نُبَايِعُكَ ؟ قَالَ : عَلَى أَنْ تَعْبُدُوْا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا ، وَالصَّلَوَاتِ الخَمْسِ وَتُطِيْعُوْا وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً : وَلاَ تَسْأَلُوْا النَّاسَ شَيْئًا قَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولٰئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ اِيَّاهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৫২৯. হযরত আবু আবদুর রহমান আওফ ইব্‌ন মালিক আশ্‌জাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নয়জন অথবা আটজন অথবা সাতজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেন ঃ তোমরা রাসূলুল্লাহর কাছে আনুগত্যের বাই'আত করছ না কেন? অথচ আমরা কিছুদিন পূর্বেই তাঁর হাতে বাই'আত করেছি। সুতরাং আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো আপনার হাতে বাই'আত করেছি। তিনি পুনরায় বললেন ঃ তোমরা রাসূলুল্লাহর কাছে বাই'আত করছ না কেন ? অতঃপর আমরা আমাদের হাত বড়িয়ে দিলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো আপনার হাতে বাই'আাত করেছি, এখন আবার কি কি বিষয়ের উপর বাই'আত করবো ? তিনি বললেন ঃ এই এই বিষয়ের বাই'আত করে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে এবং আল্লাহর আনুগত্য করবে। আরেকটি কথা চুপিসারে বললেন ঃ আর মানুষের কাছে কিছুই চাইবে না। সুতরাং আমি নিজে এ দলের কয়েকজনকে দেখেছি যে, তাদের কারো চাবুক মাটিতে পড়ে গেলেও, তারা অন্য কাউকে উঠিয়ে দিতে বলতেন না। (মুসলিম)

٥٣٠- وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : لاَ تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللّٰهَ تَعَالَى وَلَيْسَ فِىْ وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৫৩০. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমাদের যে ব্যক্তি সর্বদা ভিক্ষে করে বেড়ায়। আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাত করার সময় তার মুখমন্ডলে এক টুক্‌রো গোশ্‌তও থাকবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٣١- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ : اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةِ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৩১. হযরত ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে বসে দান খয়রাত সম্পর্কে এবং কারো কাছে কোনো কিছু না চাওয়া সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন ঃ "উপরের হাত নিচের হাতের চাইতে উত্তম। আর উপরের হাত হলো দানকারীর হাত এবং নীচের হাত হলো ভিক্ষুকের হাত"। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٣٢- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ اَوْلِيَسْتَكْثِرْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৫৩২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মাল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে লোকদের কাছে ভিক্ষা করে প্রকৃতপক্ষে সে আগুনের টুক্‌রা ভিক্ষা করছে। এখন চাই সে অল্পই করুক কিংবা বেশীই করুক। (মুসলিম)

٥٣٣- وَعَنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ ، إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا اَوْ فِى أَمْرٍ لاَبُدَّ مِنْهُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৫৩৩. হযরত সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ অপরের কাছে কোনো কিছু চাওয়াটাই হচ্ছে আহত হওয়া। এর দ্বারা ভিক্ষাকারী তার মুখমন্ডলকে আহত করে। কিন্তু বাদশাহর কাছে কিছু চাওয়া বা যা না হলেই নয়, এরূপ ব্যাপারে চাওয়া বৈধ। (তিরমিযী)

٥٣٤- وَعَنْ ابنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللّٰهِ ، فَيُوْشِكَ اللّٰهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ اَجِلٍ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ -

৫৩৪। হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ অভাব অনটন যার উপর হানা দেয় অতঃপর সে যদি তা জনসমক্ষে প্রকাশ করে। তবে তার এ অভাব দূরীভূত হবে না। আর যে ব্যক্তি তার অভাব সম্পর্কে আল্লাহর শরণাপন্ন হয়, তাহলে শিগ্‌গির হোক কি বিলম্বে হোক আল্লাহ তাকে রিযিক দিবেনই। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٥٣٥- وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَكَفَّلَ لِيْ أَنْ لَايَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ فَقُلْتُ أَنَا فَكَانَ لَايَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৫৩৫. হযরত সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার সাথে এই অঙ্গিকার করবে যে, সে কারো কাছে কোন কিছুই চাইবে না, আমি তার জন্য জান্নাতের যামিন হবো।এ কথা শুনে আমি বললাম, আমি অঙ্গিকার করছি। (রাবী বলেন) এর পর থেকে তিনি (সাওবান) কারো কাছে কোন কিছু চাননি। (আবু দাউদ)

٥٣٦- وَعَنْ أَبِيْ بِشْرٍ قَبِيْصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيْهَا فَقَالَ : أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيْصَةَ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبُهَا ، ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُوْلُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ : قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ : سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيْصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৫৩৬. হযরত আবু বিশ্‌র কাবীসা ইবন মুখারিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ঋণগ্রস্থ হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দিয়ে এ ব্যাপারে কিছু সাহায্য চাইলাম। তিনি বললেন, অপেক্ষা করো, এরি মধ্যে আমাদের কাছে সাদাকার মাল এসে গেলেই তোমাকে দেবার আদেশ দেবো। তিনি পুনরায় বললেন ঃ হে কাবীসা! তিন ধরনের লোক ছাড়া আর কারো জন্য চাওয়া (ভিক্ষা করা) বৈধ নয়। তারা হলো ঃ ১. যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। সে ঋণ পরিশোধ করা পর্যন্ত চাইতে পারে, অতঃপর বিরত থাকতে হবে। ২. যে ব্যক্তি এমন দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে পড়লো যার ফলে মালসম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়, সেও তার প্রয়োজন মেটাতে প্রয়োজন পরিমাণ চাইতে পারে। ৩. যে ব্যক্তি অভাব অনটনের শিকার হয়েছে এবং তার গোত্রের তিনজন সচেতন ব্যক্তি সত্যায়ন করেছে যে, অমুকের ওপর অভাব অনটনে হানা দিয়েছে। তার জন্যও প্রয়োজন মেটাতে পরিমাণ সাওয়াল করা বৈধ। অথবা তিনি বলেন ঃ

অভাব দূর করতে পারে, এই পরিমাণ অর্থ চাওয়া বৈধ। হে কাবীসা! এই তিন প্রকারের লোক ছাড়া আর সবার জন্য কারো কাছে হাত পাতা হারাম এবং এভাবে যে ব্যক্তি হাত পাতে সে আসলে হারাম খায়। (মুসলিম)

٥٣٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنَ الَّذِيْ لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ ، فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلاَ يَقُوْمُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৩৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ সে ব্যক্তি দরিদ্র নয়, যে একটি লুক্মা ও দু'টি লুক্মা এবং একটি খেজুর ও দু'টি খেজুরের জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে ঘোরে বরং সেই প্রকৃত দরিদ্র, যার কাছে এ পরিমাণ মাল নেই যে, সে পরমুখাপেক্ষী না হয়ে থাকতে পারে। আর কারো জানাও নেই যে, তাকে কিছু সাদাকা করবে, আর সেও উপযাচক হয়ে কারো কাছে কিছু চায় না। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ جَوَازِ الْأَخْذِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلاَ تَطَلُّعٍ إِلَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ না চেয়ে ও লোভ না করে কোনো কিছু গ্রহণ করা বৈধ।

٥٣٨- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْطِيْنِيْ الْعَطَاءَ فَأَقُوْلُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي ، فَقَالَ : خُذْهُ ؛ إِذَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ ، فَخُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ فَإِنْ شِئْتَ كُلْهُ ، وَإِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْ بِهِ ، وَمَالاَ ، فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ ، قَالَ سَالِمٌ : فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا وَلاَ يَرُدُّ شَيْئًا أَعْطِيَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৩৮. হযরত সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমার তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত মার (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে কাজের পরিশ্রমিক স্বরূপ কিছু মাল প্রদান করতেন। আমি বলতাম, যে ব্যক্তি আমার চাইতে এবং বেশী মুখাপেক্ষী তাকে দিয়ে দিন। তিনি বলতেন ঃ এ ধরনের মাল তোমার হাতে এলে তা গ্রহণ করো, কেননা তুমি তো লোভীও নও, ভিক্ষাকারীও নও কাজেই তা গ্রহণ করো। কাজেই তা গ্রহণ করে নিজেও ব্যবহার করতে পারো কিংবা ইচ্ছা করলে সাদাকা করে দিতে পারো। আর যে মাল এভাবে না আসে তার পেছনে মন দিও না। হযরত সালিম (র) বলেন, এ জন্যই আবদুল্লাহ (রা) কারো কাছে কিছু চাইতেন না, তবে কেউ তাঁকে কোনো কিছু প্রদান করলে তা ফেরতও দিতেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الحثِّ عَلَى الأكْلِ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَالتَّعَفُّفِ بِهِ عَنِ السُّؤَالِ التَّعَرُّضَ لِلإعْطَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ নিজ হাতে উপার্জন করে খাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং ভিক্ষে করা থেকে দূরে থাকা এবং দান খয়রাত করার জন্য অগ্রবর্তী হওয়া।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ (الجمعة : ١٠)

"অতঃপর নামায যখন শেষ হয়, তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) অন্বেষণ করো।" (সূরা জুমু'আ ঃ ১০)

٥٣٩- عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْمُلَهُ ثُمَّ يَأْتِيَ الْجَبَلَ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيْعَهَا ، فَيَكُفَّ اللّٰهُ بِهَا وَجْهَهُ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوْهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৫৩৯. হযরত আবু আবদুল্লাহ যুবাইর ইব্‌ন আওয়াম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের কেউ তার রশি নিয়ে পাহাড়ের ওপর চলে যাক। নিজের পিঠে করে কাঠের বোঝা বয়ে নিয়ে এসে বাজারে বিক্রয় করুক এবং তার চেহারাকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচিয়ে রাখুক। এটা তার জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করে ঘুরে বেড়ানো এবং মানুষ তাকে ভিক্ষে দিক বা না দিক তার চাইতে উত্তম। (বুখারী)

٥٤٠- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৪০.হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারোর তার পিঠে বহন করে কাঠের বোঝা এনে বিক্রয় করা কারো কাছে কিছু ভিক্ষে করা, চাই সে দিক বা না দিক, তার চেয়ে উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٤١- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ يَأْكُلُ إِلاَّ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৫৪১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "হযরত দাউদ আলাইহিস্ সাল্লাম নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন"। (বুখারী)

٥٤٢- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : كَانَ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ نَجَّارًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৫৪২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিতরাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "যাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম ছুতার (মিস্ত্রী) ছিলেন"। (মুসলিম)

٥٤٣- وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৫৪৩. হযর"ত মিকদাদ ইব্ন মা'দীকারব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ নিজ হাতে উপার্জন করে খাওয়ার চাইতে উত্তম খাদ্য আর কেউ কখনো খায়নি। আল্লাহার নবী দাউদ আলাইহিস্ সালাম নিজ হাতে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন"। (বুখারী)

بَابُ الْكَرَمِ وَالْجُوْدِ وَالْإِنْفَاقِ فِي وُجُوْهِ الْخَيْرِ ثِقَةً بِاللّٰهِ تَعَالَى

অনুচ্ছেদ ঃ কল্যাণকর কাজেও আল্লাহর প্রতি আস্থা রেখে খরচ করা এবং দানশীলতা ও বদান্যতা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ (سبا : ٣٩)

"তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তিনি তার প্রতিদান দিবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ রিয্কদাতা"। (সূরা সাবা ঃ ৩৯)

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُوْنَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ (البقرة : ٢٧٢)

"যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, তা তোমাদের নিজেদের জন্য। তোমরা তো শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভার্থেই ব্যয় করে থাক। যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, তার পুরস্কার তোমাদের পুরোপুরিভাবে প্রদান করা হবে। তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না"। (সূরা বাকারা ঃ ২৭২)

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيْمٌ (البقرة : ٢٧٣)

"যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত"। (সূরা বাকারা ঃ ২৭৩)

٥٤٤- وَعَنِ ابنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : لاَ حَسَدَ إلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ أَتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ ، وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِىَ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৪৪. হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দু'জন লোক ছাড়া আর কারোর প্রতি হিংসা পোষণ করা যায় না। একজন হচ্ছে, যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার যোগ্যতা ও ক্ষমতাও দান করেছেন। আরেকজন হচ্ছে, যাকে আল্লাহর জ্ঞানও বিচার শক্তি দান করেছেন এবং সে তার সাহায্যে ফায়সালা করে ও অপরকে তা শিক্ষা দিয়ে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٤٥- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ ؟ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، مَا مِنَّا أَحَدٍ إِلاَّ مَالُهُ أَحَدُّ إِلَيْهِ قَالَ فَإِنَّ مَالَهُ قَدَّمَ وَمَالَ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৫৪৫. হযরত মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যার কাছে তার নিজের ধন-সম্পদের চাইতে তা ওয়ারিসের ধন-সম্পদ অধিকতর প্রিয় ? সাহাবাকেরাম বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন তো কেউ নেই বরং নিজের সম্পদই তার নিকট অধিকতর প্রিয়। তিনি বললেন, তাহলে জেনে রাখ, তার সম্পদ তাই যা সে অগ্রে পাঠিয়েছে। আর ওয়ারিসের সম্পদ হল যা সে পেছনে ছেড়ে গিয়েছে। (বুখারী)

٥٤٦- وَعَنْ عَدِىِّ بنِ حَاتِمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৪৬. হযরত আদি ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর, যদিও তা অর্ধাংশ খেজুর দ্বারাও হয়"। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٤٧- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : مَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ : لاَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৪৭. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কোন জিনিস চাওয়া হলে জওয়াবে তিনি 'না' বলেছেন এরূপ কখনো হয়নি। (বুখারী ও মুসলিম।)

٥٤٨- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ ، فَيَقُوْلُ أَحَدُهُمَا : اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ : اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৪৮. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ প্রতিদিন সকালে বান্দা যখন ওঠে দু'জন ফিরিশ্‌তা আসমান থেকে অবতরণ করেন। একজন বলেন ঃ হে আল্লাহ, (তোমার পথে) ব্যয়কারী দানশীলকে তার প্রতিদান দাও। পক্ষান্তরে আরেকজন বলেন ঃ হে আল্লাহ! কৃপণ রুদ্ধহাত বিশিষ্ট যে তাকে শীঘ্র ক্ষতিগ্রস্থ কর। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٤٩- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : اِنْفِقْ يَا ابْنَ اٰدَمَ يُنْفَقْ عَلَيْكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৪৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ বলেন ঃ "হে আদম সন্তান খরচ কর। তাহলে তোমার প্রতিও খরচ করা হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

٥٥٠- وَعَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَىُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ : تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৫০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেনঃ কোন্ ইসলাম সর্বোৎকৃষ্ট ? তিনি বললেন, কাউকে খাবার খাওয়ানো এবং (তোমার) পরিচিত অপরিচিত সকলকেই সালাম করা। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٥١- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَرْبَعُوْنَ خَصْلَةً أَعْلاَهَا مُنِيْحَةُ الْعَنْزِ مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رِجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيْقَ مَوْعُوْدِهَا إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ تَعَالَى بِهَا الْجَنَّةَ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৫৫১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ৪০টি (উত্তম) স্বভাব রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে উন্নত স্বভাব হল দুধেল প্রাণী কাউকে দান করা। যে কোন আমলকারীঐ স্বভাবগুলোর কোনটির ওপর সাওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে এবং তার জন্য প্রতিশ্রুতি প্রতিদানের বিষয়কে সত্য জেনে আমল করবে, তাকে অবশ্যই মহান আল্লাহ জান্নাতে দাখিল করবেন। (বুখারী)

٥٥٢- وَعَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ صَدَىِّ بْنِ عَجْلاَنَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَا ابْنَ اٰدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذِلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ ، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ وَلاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৫৫২. হযরত আবু উমামা সুদাই ইব্‌ন আজলান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "হে আদম সন্তান, তুমি যদি তোমার প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ থেকে খরচ কর, তাহলে এটা তোমার জন্য কল্যাণকর। আর যদি তা ধরে রাখ, তা হলে সেটা হবে তোমার জন্য অনিষ্টকর। তোমার জন্য যে পরিমাণ (সম্পদ যথেষ্ট) আবশ্যক, তা ধরে রাখাতে অবশ্য তোমাকে ভর্ৎসণা করা হবে না। আর শুরু করবে তোমার নিকটাত্মীয়দের থেকে । তবে দাতার হাত গ্রহীতার হাতের চাইতে উৎকৃষ্ট। (মুসলিম)

٥٥٣- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ وَلَقَدْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ : يَا قَوْمِ أَسْلِمُوْا ؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِيْ عَطَاءَ مَنْ لاَ يَخْشَى الْفَقْرَ ، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيْدُ إِلاَّ الدُّنْيَا ، فَمَا يَلْبَثُ إِلاَّ يَسِيْرًا حَتَّى يَكُوْنَ الْإِسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مَنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৫৫৩. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানতে চেয়ে এমন কোন প্রশ্ন করা হয়নি, যার জওয়াবে প্রশ্নকারীকে কিছু দান করেননি। একব্যক্তি তাঁর নিকট এল। তিনি তাকে পাহাড়ের মাঝখানে যতগুলি ছাগল চরছিল সব দান করে দিলেন। লোকটি তার গোত্রের কাছে ফিরে বলল ঃ হে আমার কাওম ইসলাম গ্রহণ কর। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত বিপুল পরিমাণে দান করে থাকেন যে, তার পরে কারো দারিদ্রের ভয় থাকে না। তবে যে লোক শুধুমাত্র পার্থিব উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করত, সে এ অবস্থার ওপর স্বল্পকালই টিকে থাকত। অচিরেই তার কাছে ইসলাম দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুর চাইতে প্রিয় হয়ে যেত। (মুসলিম)

٥٥٤- وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَسْمًا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِغَيْرِ هَؤُلَاءِ كَانُوْا أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ ؟ قَالَ : إِنَّهُمْ خَيَّرُوْنِيْ أَنْ يَسْأَلُوْنِيْ بِالْفَحْشِ أَوْ يُبَخِّلُوْنِيْ وَلَسْتُ بِبَاخِلٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৫৫৪. হযরত উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু মাল বন্টন করলেন। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এদের চাইতে তো যাদের দেয়া হয়নি তারাই বেশী হক্‌দার ছিল। তিনি বললেন ঃ তারা আমাকে ইখ্‌তিয়ার দিয়েছে, আমার কাছে অতিরিক্ত চাইবে অথবা আমাকে কৃপণতা দোষে আখ্যায়িত করবে। অথচ আমি তো কৃপণ নই। তাই আমি তাদের দিচ্ছি। (মুসলিম)

٥٥٥- وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : بَيْنَمَا هُوَ يَسِيْرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْنٍ ، فَعَلَقَهُ الْأَعْرَابُ يَسْأَلُوْنَهُ حَتَّى اضْطَرُّوْهُ

إِلَى سَمُرَةَ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ ، فَوَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَعْطُوْنِيْ رِدَائِيْ فَلَوْ كَانَ لِيْ عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ، ثُمَّ لاَ تَجِدُوْنِيْ بَخِيْلاً وَلاَ كَذَّابًا وَلاَ جَبَانًا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৫৫৫. হযরত জুবাইর ইব্‌ন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার হুনায়ুনের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। পথিমধ্যে তিনি কিছু সংখ্যক মরুচারী গ্রাম্য লোকের পাল্লায় পড়ে গেলেন। তারা তাঁর নিকট কিছু চাইতে লাগল। এমন কি তারা তাঁকে একটি গাছের কাছে ঘেরাও করে ফেলল। একজন তাঁর চাদর ছিনিয়ে নিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন ঃ আমার চাদর আমাকে দিয়ে দাও। আমার নিকট যদি এই কাঁটা ওয়ালা গাছে যে পরিমাণ কাঁটা রয়েছে, ঐ পরিমাণ সামগ্রী থাকত, তাহলে আমি তার সবই তোমাদের দান করে দিতাম। তারপরও তোমরা আমাকে কৃপণ পেতে না, মিথ্যুক পেতে না এবং ভীরু পেতে না। (বুখারী)

٥٥٦- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৫৫৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দানে সম্পদ কমে না। আল্লাহ যাকে ক্ষমা গুণে সমৃদ্ধ করেন, তাকে অবশ্যই সম্মান দ্বারা ধন্য করেন। আর যে লোক শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয় ও নম্রতার নীতি অবলম্বন করে,মহামহিম আল্লাহ তার মর্যাদা উন্নত করে দেন। (মুসলিম)

٥٥٧- وَعَنْ أَبِيْ كَبْشَةَ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْمَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُ : ثَلاَثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا فَاحْفَظُوْهُ : مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ ، وَلاَ ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلاَّ زَادَهُ اللّٰهُ عِزًّا ، وَلاَ فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلاَّ فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا فَاحْفَظُوْهُ قَالَ : إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ : عَبْدٍ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالاً وَعِلْمًا ، فَهُوَ يَتَّقِيْ فِيْهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ ، وَيَعْلَمُ لِلّٰهِ فِيْهِ حَقًّا ، فَهٰذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ - وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللّٰهُ عِلْمًا ، وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُوْلُ : لَوْ أَنَّ لِيْ مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ ،

فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ - وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالاً ، وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا ، فَهُوَ يَخْبِطُ فِى مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، لاَيَتَّقِى فِيْهِ رَبَّهُ وَلاَ يَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ وَلاَ يَعْلَمُ لِلّٰهِ فِيْهِ حَقًّا فَهٰذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ - وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللّٰهُ مَالاً عِلْمًا فَهُوَ يَقُوْلُ : لَوْ أَنَّ لِىْ مَالاً لَعَمِلْتُ فِيْهِ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ نِيَّتُهُ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

৫৫৭. হযরত আবু কাবশা আম্‌র ইব্‌ন সা'দ আনমারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন। তিনি বলছিলেন ঃ তিনটি বিষয় রয়েছে যে সম্পর্কে আমি তোমাদের শপথ করে বলছি। তোমরা তা ভালভাবে স্মরণ রেখো তাহল ঃ সাদাকার কারণে (আল্লাহর) কোন বান্দার সম্পদ কমে না। এমন কোন মযলুম নেই, যে অত্যাচারে ধৈর্যধারণ করে অথচ তার সম্মান আল্লাহ বৃদ্ধি করে দেন না। কোন লোক হাত পাতার দ্বারোদ্‌ঘাটন করবে অথচ আল্লাহ তার জন্য দারিদ্রের দরযা খুলে দেন না, এমন কখনো হয় না। অথবা অনুরূপ কথাই বলেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আরেকটি কথা আমি তোমাদের বলছি, খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে রাখ। দুনিয়া চার ধরনের লোকের জন্যই। ১. ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ সম্পদ ও ইল্‌ম দান করেছেন। সে এগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলে। এগুলোর সাহায্যে আত্মীয়তার বন্ধনকে রক্ষা করে চলে। এবং এর সাথে জড়িত আল্লাহ্‌ হক সম্পর্কে যথারীতি সজাগ। এলোক উৎকৃষ্টতম মর্যাদার অধিকারী। ২. ঐ বান্দা যাকে আল্লাহ ইল্‌ম দান করেছেন। কিন্তু তাকে ধন-সম্পদ দান করেননি। সে সাচ্চা নিয়্যতের অধিকারী, সে বলে থাকে ঃ আমার কাছে যদি ধন-সম্পদ থাকত, তাহলে আমি অমুকের ন্যায় আমল করতাম এবং এটাই তার নিয়্যত। এরা দু'জনই সাওয়াবের দিক থেকে সমান। ৩.ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়েছেন। কিন্তু ইল্‌ম দান করেননি। সে ইল্‌ম ছাড়াই সম্পদ বিনষ্ট করে। এ ব্যাপারে তার ভয় করে না। এবং আত্মীয়তার বন্ধন ও রক্ষা করে চলে না। এতে আল্লার হক সম্পর্কেও সে সজাগ নয়। এলোক রয়েছে নিকৃষ্টতম স্তরে। ৪. ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ সম্পদ ও ইল্‌ম কোনটিই দান করেননি। সে বলে, আমাকে যদি আল্লাহ সম্পদ দান করতেন। তাহলে আমি অমুকের ন্যায় আমল করতাম। এটাই তার নিয়্যত। এদু'জনেরই গুনাহ সমান। (তিরমিযী)

٥٥٨- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهُمْ ذَبَحُوْا شَاةً ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا بَقِىَ مِنْهَا ؟ قَالَتْ : مَا بَقِىَ مِنْهَا إِلاَّ كَتِفُهَا ، قَالَ : بَقِىَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৫৫৮. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা একটি বকরী যবেহ্‌ করেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তা থেকে কি অবশিষ্ট থাকল ? আয়েশা (রা) বললেন ঃ কাঁধ (বা সামনের পা) ছাড়া তো কিছু অবশিষ্ট নেই। তিনি বললেন ঃ বরং কাঁধ ছাড়া সবটুকুই অবশিষ্ট রইল। (তিরমিযী)

٥٥٩- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُوكِي فَيُوْكَى عَلَيْكِ ـ

وَفِيْ رِوَايَةٍ أَنْفِقِي أَوانْفَحِي أَوِ انْضَحِي وَلاَ تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللّٰهُ عَلَيْكِ ، وَلاَ تُوْعِي فَيُوْعِيَ اللّٰهُ عَلَيْكِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৫৫৯. হযরত আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ তোমার নিকট সঞ্চিত সম্পাদক ধরে রেখো না। অন্যথায় আল্লাহ ও তাঁর নিয়ামতকে ধরে (বা বন্ধ করে) রাখবেন।

অন্য এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ খরচ কর বা দান কর অথবা ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে দাও। সম্পদ ধরে রেখো না ও পুঞ্জীভূত করে রেখো না। অন্যথায় আল্লাহ ও তোমার প্রতি তার সরবরাহ বন্ধ করে দিবেন। যে সম্পদ বেঁচে যায়, তা আটকে রেখো না। নতুবা আল্লাহও তা তোমাদের থেকে আটকে রাখবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٦٠- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُنْفِقِ ، كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ مِنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيْهِمَا ، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلاَ يُنْفِقُ إِلاَّ سَبَغَتْ ، أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ ، وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ ، وَأَمَّا الْبَخِيْلُ فَلاَ يُرِيْدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلاَّ لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا فَهُوَ يُوَسِّعُهَا فَلاَ تَتَّسِعُ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৫৬০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন। তিনি বলতেন ঃ কৃপণ ও খরচকারীর দৃষ্টান্ত এমন দু'জন লোকের মত যাদের ওপর রয়েছে দু'টি লোহার বর্ম (বা জামা) যা তাদের সিনা থেকে হাঁসুলি পর্যন্ত ঢেকে রয়েছে। খরচকারী যখনই কিছু খরচ করে তখনি এ জামাটি প্রসারিত হয়ে তার (শরীরের) পুরো চামড়াকে ঢেকে নেয়। এমন কি তার আংগুল সমূহকেও আবৃত করে ফেলে এবং পায়ের তলা পর্যন্ত ঢেকে যেতে থাকে। পক্ষান্তরে যে কৃপণ সে কিছুই খরচ করতে চায় না যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ লৌহ বর্মের প্রতিটি বৃত্ত স্বস্ব স্থানে সংযুক্ত ও বিজড়িত হয়ে যায়। সে তাকে প্রশস্ত করতে চায়, কিন্তু তা প্রশস্ত হয় না। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٦١- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلاَ يَقْبَلُ إِلاَّ الطَّيِّبَ ، فَإِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِيْنِهِ ، ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৫৬১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকেই বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে তার হালাল রোজগার থেকে একটি খেজুরের মূল্য পরিমাণ দান করে বলা বাহুল্য আল্লাহ তায়ালাও হালাল বস্ত ছাড়া কিছু গ্রহণ ও করেন না। তবে আল্লাহ তা তাঁর (কুদ্‌রতী) ডান হাতে গ্রহণ করেন! অতঃপর তাকে তার দানকারীর জন্য বৃদ্ধি করতে থাকেন যেরূপ তোমাদের কেউ তার অশ্বশাবককে লালন-পালন করতে থাকে। অবশেষে একদিন তা পাহাড় সমতুল্য হয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٦٢- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ اُسْقِ حَدِيْقَةَ فُلَانٍ فَتَنَحَّى ذٰلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِن تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوعَبَتْ ذٰلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ ، فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيْقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ مَا اسْمُكَ؟ قَالَ : فُلَانٌ لِلْاِسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَبْدَ اللّٰهِ لِمَ تَسْأَلُنِي عَنْ اسْمِي ؟ فَقَالَ " : إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هٰذَا مَاؤُهُ يَقُوْلُ اُسْقِ حَدِيْقَةَ فُلَانٍ لِاسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيْهَا ؟ فَقَالَ :أَمَّا إِذْ قُلْتَ هٰذَا ، فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا وَأَرُدُّ فِيْهَا ثُلُثَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৫৬২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "এক সময় এক জন লোক পানিবিহীন এক প্রান্তর দিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে সে মেঘ থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেল ঃ "অমুক ব্যক্তির বাগানে পানি বর্ষণ কর"। এটা শুনে মেঘ খন্ডটি একদিকে এগিয়ে গেল এবং একটি প্রস্তরময় ভূখন্ডে পানি বর্ষণ করল। আর পানি ছোট ছোট নালাসমূহ থেকে বড় একটি নালার দিকে অগ্রসর হল। এই পানি পুরো বাগানকে বেষ্টন করে নিল। লোকটি উক্ত পানির পেছনে পেছনে যেতে থাকল। এমন সময় সে দেখতে পেল, একজন লোক তার বাগানে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার বেলচা দিয়ে এদিক সেদিক পানি ছিটিয়ে দিচ্ছে। সে ঐ লোকটিকে জিজ্ঞেস করল ঃ হে আল্লাহ্‌র বান্দা! আপনার নাম কি ? সে বলল ঃ আমার নাম অমুক, অর্থাৎ ঐ নামই বলল, যা সে মেঘ থেকে শুনতে পেয়েছিল। বাগানের মালিক বলল ঃ হে আল্লাহ্‌র বান্দা! আমার নাম তুমি কেন জানতে চাচ্ছ ? সে বলল ঃ যে মেঘ থেকে এ পানি বর্ষিত হয়েছে, তা থেকে আমি আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম। ঐ আওয়াজ ছিল এই– অমুকের বাগানে গিয়ে পানি বর্ষাও। আপনার নামই তাতে বলা হয়েছিল। তা এ বাগানে আপনি এমন কি আমল করছেন? সে লোকটি বলল ঃ তা তুমি যখন আমার কাছে জানতেই চাইলে তাহলে বলছি, শোনঃ এ বাগান থেকে যা কিছু উৎপন্ন হয়, আমি তার তত্ত্বাবধান করি। উৎপাদিত দ্রব্যের এক তৃতীয়াংশ দান করে দেই। আমি ও আমার পরিবার পরিজন এক তৃতীয়াংশ খেয়ে থাকি। আর এক তৃতীয়াংশ পুনরায় এতে লাগিয়ে দেই। (মুসলিম)

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبُخْلِ وَالشُّحِ

অনুচ্ছেদ ঃ কৃপণতা ও সংকীর্ণতা নিষিদ্ধ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (اليل : ٨ ١١ج)

وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (التغابن : ١٦)

"যে কৃপণতা করল আল্লাহ থেকে বেপরোয়া মনোভাব পোষণ করল এবং উৎকৃষ্ট জিনিস (ইসলাম) কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। তার জন্য আমরা কষ্টদায়ক বস্তু সহজ লভ্য করে দিব। তার মাল-সামান তার কোনই উপকারে আসবে না যখন সে ধ্বংস যজ্ঞে পরিণত হতে থাকবে"। (সূরা লাইল ঃ ৮-১১)

"আর যারা প্রবৃত্তির লালসা ও মনের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত রয়েছে, তারাই পরকালে সফলকাম হবে"। (সূরা তাগাবুন ঃ ১৮)

٥٦٣- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ان رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اتَّقُوْا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوْا الشُّحَّ ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৬৩. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যুল্‌ম করা থেকে দূরে থাকো। কারণ যুল্‌ম ও অত্যাচার কিয়ামতের দিন অন্ধকারে পরিণত হবে। আর কৃপণতা থেকেও দূরে থাকো। কারণ কৃপণতা ও সংকীর্ণতাই তোমাদের পূর্ববর্তী তাদের ধ্বংস করে দিয়েছে। এ কৃপণতাই তাদের নিজেদের রক্তপাত করতে ও হারামকে হালাল করে নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। (মুসলিম)

بَابُ الْإِيْثَارِ وَالْمُوَاسَاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ত্যাগ ও অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়া।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (الحشر : ٩)

"আর তারা অন্যদের নিজেদের ওপর ও অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে, যদিও তারা নিজেরা অভুক্ত থাকে"। (সূরা হাশ্‌র ঃ ৯)

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَيَتِيْمًا وَأَسِيْرًا (الدهر : ٨)

"আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত পিতৃহীন ও বন্দীকে সাহায্য দান করে"। (সূরা দাহ্‌র ঃ ৮)

٥٦٤- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : إِنِّي مَجْهُوْدٌ، فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ ، فَقَالَتْ مِثْلُ ذَلِكَ ، حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ : لاَ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِيْ إِلاَّ مَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يُضِيْفُ هَذَا اللَّيْلَةَ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : أَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَكْرِمِيْ ضَيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ

وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ هَلْ عِنْدِيْ شَيْئٌ؟ فَقَالَتْ : لاَ ـ إِلاَّ قُوْتَ صِبْيَانِيْ قَالَ : عَلِّلِيْهِمْ بِشَيْءٍ وَإِذَا أَرَادُوْا الْعَشَاءَ ، فَنَوِّمِيْهِمْ وَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِيْ السِّرَاجَ ، وَأَرِيْهِ أَنَّا نَأْكُلُ ، فَقَعَدُوْا وَأَكَلَ الضَّيْفُ وَبَاتَا طَاوِيَيْنِ فَلَمَّا أَصْبَحَ ، غَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ : فَقَالَ : لَقَدْ عَجِبَ اللّٰهُ مِنْ صَنِيْعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৫৬৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একটি লোক এলো। সে বলল ঃ আমার ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কোন এক স্ত্রীর কাছে পাঠালেন। তাঁর স্ত্রী বললেন ঃ কসম সেই সত্তার, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন। আমার নিকট শুধু পানি ছাড়া আর কিছুই নেই। আরেক স্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছেন। আমার নিকট শুধু পানি ছাড়া আর কিছুই নেই। আরেক স্ত্রীর কাছে পাঠালে তিনিও অনুরূপ জওয়াবই দিলেন। এমন কি একে একে প্রত্যেকে একই রকম না সূচক জওয়াব দিলেন। বললেন ঃ কসম সেই সত্তার যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আমার কাছে পানি ছাড়া আর কিছুই নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবা কেরামকে বললেন ঃ আজ রাতে কে এই লোকের মেহমানদারী করবে ? এক আনসারী বললেনঃ আমি করব, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি তাকে যথারীতি নিজের ঘরে গেলেন। স্ত্রীকে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ মেহমানের যথাযথ খাঁতির সমাদর করো। আরেক রিওয়ায়েতে রয়েছে ঃ আনসারী তাঁর স্ত্রীকে বললেন ঃ তোমার কাছে (খাবার) কিছু আছে কি? তিনি বললেন ঃ না, বাচ্চাদের খাবার (পরিমাণ) ছাড়া আর কিছু নেই। আনসারী বললেন ঃ বাচ্চাদের কিছু একটা দিয়ে ভুলিয়ে রাখ। ওরা সন্ধ্যার খানা চাইলে, ওদের ঘুম পাড়িয়ে দেয়ো। আমাদের মেহমান (ও খানা) যখন এসে যাবে, তখন বাতি নিভিয়ে দেবে, আর তাকে এটাই বোঝাবে যে, আমরাও খানা খাচ্ছি। যেই কথা সেই কাজ। তারা সবাই বসে গেলেন। এদিকে মেহমান খানা খেয়ে নিলেন। আর তার উভয়ে সারারাত উপোস কাটিয়ে দিলেন। পর দিন প্রত্যুষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ এরাতে মেহমানের সাথে তোমরা যে আচরণ করেছো, তাতে স্বয়ং আল্লাহ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। (বুখারীও মুসলিম)

٥٦٥- وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامُ الْاِثْنَيْنِ كَافِى الثَّلَاثَةِ وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِىُ الْأَرْبَعَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِىْ الْاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِىْ الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِى الثَّمَانِيَةَ -

৫৬৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দু'জনের খাবার তিনজনের জন্য যথেষ্ট। আর তিনজনের খাবার চার জনের জন্য যথেষ্ট। (বুখারী ও মুসিলম)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট। দু'জনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট। আর চারজনের খাবার আট জনের জন্য যথেষ্ট।"

٥٦٦- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِىْ سَفَرٍ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لاَ حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِىْ فَضْلٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৫৬৬. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এক সফরে ছিলাম। এমন সময় একটি লোক তার সাওয়ারীতে চড়ে আসল। সে ডানে বাঁয়ে তাকাতে লাগল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যার কাছে একটি সাওয়ারীর চাইতে বেশী রয়েছে, সে যেন তা ঐ লোকটিকে দিয়ে দেয় যার সাওয়ারীই নেই। (বলাবাহুল্য, ঐ লোকের সাওয়ারীটি ছিল দুর্বল। তাতে সফর করা কষ্টকর ছিল) আর যার কাছে অতিরিক্ত রসদ বা খাদ্য সামগ্রী আছে সে যেন তা ঐ লোকটিকে দিয়ে দেয়, যার নিকট কোন খাবারই নেই। এরপর তিনি বিভিন্ন প্রকার মাল-সামানের নামোল্লেখ করলেন। তাতে আমাদের রীতিমত মনে হল, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন জিনিস রাখারই যেন কারো অধিকার নেই। (মুসলিম)

٥٦٧- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ إِمْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِبُرْدَةٍ مَنْسُوْجَةٍ فَقَالَتْ : نَسَجْتُهَا بِيَدِىَّ لأَكْسُوَكَهَا فَأَخَذَهَا

النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا لَإِزَارُهُ ، فَقَالَ فُلَانٌ : اكْسُنِيْهَا مَا أَحْسَنَهَا! فَقَالَ : نَعَمْ " فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ : فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ : مَا أَحْسَنْتَ! لَبِسَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتَهُ، وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ سَائِلاً ، فَقَالَ : إِنِّيْ وَاللّٰهِ مَا سَأَلْتُهُ لِأَلْبَسَهَا إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُوْنَ كَفَنِيْ ، قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৫৬৭. হযরত সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট একটি (হাতে) বোনা চাদর নিয়ে এল। সে বলল ঃ আমি নিজ হাতে এ চাদরটি বুনেছি আপনাকে পরাবার জন্য। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রয়োজন বুঝতে পেরে চাদরটি গ্রহল করলেন। তিনি সেটিকে তহবন্দ হিসেবে পরিধান করে আমাদের নিকট এলেন। এ অবস্থা দেখে একজন বলল ঃ আমাকে এটি দিয়ে দিন। কি চমৎকার চাদরটি! তিনি বললেন ঃ আচ্ছা। কিছুক্ষণ পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মজলিসে বসাছিলেন। তারপর ফিরে গিয়ে চাদরটি ভাঁজ করলেন এবং ঐ লোকটির জন্য পাঠিয়ে দিলেন। তাঁকে অন্যরা বলল ঃ তুমি কাজটা ভাল করনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রয়োজন স্বরূপ চাদরটি পরেছিলেন, আর তুমি তা-ই চেয়ে বসলে? অথচ তুমি জান যে তিনি কোন প্রার্থীকে ফেরান না। সে বলল ঃ আল্লাহর কসম! আমি এটি পরিধান করার জন্য চাইনি। আমি তো বরং এজন্য চেয়েছি, মৃত্যুর পর যেন এটি আমার কাফন হয়। সাহল (রা) বলেন ঃ অবশেষে সেটি তাঁর কাফনই হয়েছিলো। (বুখারী)

٥٦٨- وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ الْأَشْعَرِيِّيْنَ إِذَا أَرْمَلُوْا فِي الْغَزْوِ ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِيْنَةِ، جَمَعُوْا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ اقْتَسَمُوْهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৬৮. হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আশ্'আরীদের নিয়ম হল ঃ জিহাদে তাদের রসদ ফুরিয়ে এলে বা মদীনায় তাদের পরিবার পরিজনদের খাবার ফুরিয়ে এল, তারা তাদের নিকট মওজুদ সব খাদ্য সামগ্রী একটি কাপড়ের মধ্যে একত্রিত করে। তারপর একটি পাত্রে তা সমানভাবে বণ্টন করে নেয়। জেনে রাখ, এরা আমার সাথে শামিল। আর আমিও তাদের সাথে শামিল। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ التَّنَافُسِ فِى أُمُوْرِ الْآخِرَةِ وَالْاِسْتِكْثَارِ مِمَّا يَتَبَرَّكُ بِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ পরকালীন জিনিসের আগ্রহ ও তার অধিক কল্যাণের আশা করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ {المطففين : ٢٦}

"লোভাতুর' লোকদের এমন জিনিসেরই লোভ করা উচিত।" (সূরা মুতাফ্‌ফিফীন ঃ ২৯)

٥٦٩- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أُتِىَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ، وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلَامٌ ، وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ : أَتَأْذَنُ لِىْ أَنْ أُعْطِىَ هٰؤُلَاءِ؟ " فَقَالَ الْغُلَامُ : لَا وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَا أُوْثِرَ بِنَصِيْبِىْ مِنْكَ أَحَدًا ، فَتَلَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ يَدِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৬৯. হযরত সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট কিছু পানীয় আনা হল। তিনি তা থেকে কিছু পান করলেন। তাঁর ডান দিকে একটি বালক ছিল। আর বাম দিকে ছিল বয়স্করা। তিনি বালকটিকে বললেন ঃ তুমি কি অনুমতি দিচ্ছ যে, এগুলো বয়স্কদের দিয়ে দিই? বালকটি তখন বলল ঃ না, আল্লাহর কসম! ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার নিকট থেকে প্রাপ্য আমার অংশের ওপর কাউকে আমি অগ্রাধিকার দেব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা তার হাতে রেখে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٧٠- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " "بَيْنَا أَيُّوْبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أَيُّوْبُ يَحْثِى فِىْ ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، يَا أَيُّوْبُ، أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ : بَلَى وَعِزَّتِكَ ، وَلٰكِنْ لَا غِنَى بِىْ عَنْ بَرَكَتِكَ" - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৫৭০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ একবার হযরত আইউব (আ) অনাবৃত অবস্থায় গোসল করছিলেন। এমন সময় একটি স্বর্ণ নির্মিত ফড়িং তাঁর ওপর পতিত হল। হযরত আইউব (আ) সেটিকে তাঁর কাপড়ে জড়াতে লাগলেন। মহা সম্মানিত পরওয়ারদিগার তাঁকে ডেকে বললেন ঃ হে আইউব! আমি কি তোমাকে ওসব জিনিস থেকে অমুখাপেক্ষী করিনি, যার প্রতি তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ? আইউব (আ) বললেন ঃ হ্যাঁ, আপনার ইজ্জতের কসম! কিন্তু আপনার বরকতের প্রতি আমার উপেক্ষা নেই। (বুখারী)

بَابُ فَضْلِ الْغِنَى الشَّاكِرِ وَهُوَ مَنْ أَخَذَ الْمَالَ مِنْ وَجْهِهِ وَصَرَفَهُ فِي وُجُوْهِهِ الْمَأْمُوْرِ بِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ শোকরগুযার ধনীর মাহাত্ম, যিনি ধন অর্থ ও ব্যয় করেন আল্লাহর উদ্দেশ্য এবং তাঁর নির্দেশ মতে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (اليل : ٥-٧)

"যে লোক আল্লাহর রাস্তায় দান করল, আল্লাহ ভীতির নীতি অবলম্বন করল এবং ভাল কথাকে সত্য বলে গ্রহণ করল, এমন লোকের জন্যই আমরা আরামদায়ক জিনিস সহজ লভ্য করে দেব।" (সূরা লাইল ঃ ৫ - ৭)

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى (اليل ١٧-٢١)

"আর সে অগ্নিকুণ্ডলী থেকে দূরে রাখা হবে সেই অতিশয় পরহেযগার ব্যক্তি যে পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজের ধনমাল দান করে। তার ওপর কারও এমন কোন অনুগ্রহ নেই, তার বদলা তাকে দিতে হতে পারে। সেতো শুধু নিজের মহান শ্রেষ্ঠ আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য একাজ করে। তিনি অবশ্যই (তার প্রতি) সন্তুষ্ট হবেন।" (সূরা লাইল ঃ ১৭-২১)

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ (البقرة : ٢٧١)

"তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর, তবে তা ভাল। আর যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্থকে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরো ভাল। আর তিনি তোমাদের কিছু কিছু পাপ মোচন করেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা অবহিত।" (সূরা বাকারা ঃ ২৭১)

لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيْمٌ (اٰل عمران : ٩٢)

"তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পার না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর পথে সে সব জিনিস ব্যয় করবে, যা তোমাদের প্রিয় ও পসন্দনীয়। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে, আল্লাহ সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল রয়েছেন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯২)

٥٧١- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৭১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দু'জন ছাড়া আর কারো সাথে হিংসা (বা ঈর্ষা) করা যায় না। একজন হল, যাকে আল্লাহ্ সম্পদ দান করেছেন এবং সত্য পথে তা ব্যয় করারও ক্ষমতা দান করেছেন। অপরজন হল ঃ যাকে আল্লাহ্ হিক্‌মত ও জ্ঞান দান করেছেন, যা দিয়ে সে (সঠিক) ফায়সালা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দিয়ে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٧٢–وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ أَتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْآنَ ، فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ أَتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৭২. হযরত ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দু'জন লোক ছাড়া আর কারো প্রতি ঈর্ষা করা যেতে পারে না। একজন হল ঃ যাকে আল্লাহ কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন। সে রাত দিন সর্বদা তারই চর্চায় রত থাকে। অপরজন হল যাকে আল্লাহ্ সম্পদ দান করেছেন। রাত ও দিনের প্রতি মুহূর্তে সে তা (আল্লাহর রাস্তায়) ব্যয় করতে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٧٣– وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ أَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ، فَقَالُوْا : ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى ، وَالنَّعِيْمَ الْمُقِيْمِ ، فَقَالَ " وَمَا ذَاكَ؟ " فَقَالُوْا : يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ، وَيَتَصَدَّقُوْنَ وَلاَ نَتَصَدَّقُ ، وَيَعْتِقُوْنَ وَلاَ نَعْتِقُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَفَلاَ أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُوْنَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ ، وَتَسْبِقُوْنَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ ، وَلاَ يَكُوْنَ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ ؟ قَالُوْا : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : تُسَبِّحُوْنَ ، وَتَحْمَدُوْنَ وَتُكَبِّرُوْنَ ، دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ مَرَّةً ، فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، قَالُوْا : سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا ، فَفَعَلُوْا مِثْلَهُ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "ذَلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৭৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিঃসম্বল মুহাজিররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এল। তাঁরা বলল ঃ সম্পদের অধিকারীরা তো উচ্চ মর্যাদা ও চিরস্থায়ী নিয়ামতের অধিকারী হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ তা কি করে? তারা বলল ঃ তারা নামায পড়ে যেরূপ আমরা নামায পড়ে থাকি। তারা রোযা রাখে, যেরূপ আমরা রোযা রেখে থাকি। তারা দান-সাদাকা করে, অথচ আমরা (ধনী বা গরীব হওয়ার দরূন)

দান-সাদাকা করতে পারি না। তারা গোলাম আযাদ করে, কিন্তু আমরা গোলাম আযাদ করতে পারি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমি কি তোমাদের এমন বিষয় জানাব না, যার সাহায্যে তোমরা তাদের মর্যাদা লাভ করতে পারবে. যারা তোমাদের চাইতে অগ্রবর্তী হয়ে গিয়েছে? এবং তোমাদের পরবর্তীদেরও অতিক্রম করে যেতে সক্ষম হবে? আর তোমাদের চাইতে ভালও কেউ হবে না, একমাত্র তাদের ছাড়া যারা তোমাদেরই মত আমল করবে? তারা বলল ঃ হাঁ অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তাহলে শোন ঃ প্রত্যেক নামাযের পরে 'সুবহানাল্লাহ' 'আল্লাহু আকবার' ও 'আলহামদুলিল্লাহ' ৩৩ বার (করে) পড়বে। (এটা জেনে নিয়ে তাঁরা চলে গেলেন।) পরে আবার ঐ দরিদ্র মুহাজিররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট ফিরে এল। এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যে আমল করতাম, আমাদের সম্পদশালী ভাইয়েরা তা শুনে ফেলেছে। এক্ষনে তারাও অনুরূপ (আমল) করতে শুরু করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা শুনে বললেন ঃ এটা হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ বিশেষ যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি দান করে থাকেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَقِصَرِ الْأَمَلِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃত্যু স্মরণ ও আশাকে ক্ষুদ্র রাখা

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (آل عمران : ١٨٥)

"প্রত্যেক ব্যক্তিকেই অবশেষ মরতে হবে এবং তোমরা সকলে নিজ নিজ প্রতিফল পুরোপুরিভাবেই কিয়ামতের দিন পাবে। সফল হবে মূলত সে ব্যক্তি যে সেদিন জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে এবং যাকে জান্নাতে দালিখ করে দেয়া হবে। বস্তুত এ দুনিয়া তো একটি বাহ্যিক প্রতারণাময় জিনিস।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৫)

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ (لقمان ٣٤)

"কোন প্রাণীই জানে না, আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে। না কেই জানে, তার মৃত্যু হবে কোন যমীনে"। (সূরা লুকমান ঃ ৩৪)

فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (النحل : ٦١)

"যখন তাদের সময় আসে তখন তারা মুহূর্তকাল অগ্রবর্তী বা পশ্চাতবর্তী হতে পারে না"। (সূরা নাহল ঃ ৬১)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المنافقون: ٩-١١)

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে না দেয়। যারা এরূপ করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যে রিযক আমি তোমাদের দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় কর এর পূর্বে যে, তোমাদের কারো মৃত্যু সময় এসে উপস্থিত হয় ও তখন সে বলে, হে আমার রব! তুমি আমাকে আরো একটু অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি দান-সাদাকা করতাম ও নেক চরিত্রবান লোকদের মধ্যে গণ্য হয়ে যেতাম। অথচ যখন কারো কর্ম-সময় পূর্ণ হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে এসে পড়ে, তখন আল্লাহ তাকে কখনই অধিক অবকাশ দেন না। আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ ওয়াকিফহাল রয়েছেন।" (সূরা মুনাফিকূন ঃ ৯ - ১১)

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ * فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ * فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ * تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ * أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ..... كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (المؤمنون: ٩٩-١١٥)

"যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠাও যাতে আমি সৎকার্য করতে পারি, যা আমি পূর্বে করিনি। না, তা হবার নয়। এতো তার একটি উক্তি মাত্র। তাদের সামনে যবনিকা থাকবে পুনরুত্থানের দিবস পর্যন্ত। যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না। একে অপরের খোঁজ খবরও নেবে না। যাদের পাল্লা ভারী

হবে তারাই সফলকাম। যাদের পাল্লা হাল্কা হবে, তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে। তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে। আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। তাদের মুখ মন্ডল হবে বিভৎসা- তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়নি? তোমরা তো সে সব অস্বীকার করেছিলে।.. আল্লাহ বলবেনঃ তোমরা পৃথিবীতে ক'বছর অবস্থান করেছিলে? তারা বলবে, আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ। আপনি না হয় গণনাকারীদের জিজ্ঞেস করুন। তিনি বলবেন, "তোমরা অল্প কালই অবস্থান করছিলে যদি তোমরা জানতে। তোমরা কি মনে করেছিলে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার দিকে প্রত্যাবর্তন হবে না?" (সূরা মু'মিনূন ঃ ৯৯ - ১১৫)

اَيَانِ لِلَّذِيْنَ أَمَنُوْا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُوْنَ (الحديد: ١٦)

"ঈমানদার লোকদের জন্য এখানো কি সে সময় আসেনি যে, তাদের দিল আল্লাহর যিকির-এ বিগলিত হবে এবং তার নাযিল করা মহা সত্যের সম্মুখে অবনত হবে? আর তারা সে লোকদের মতে না হয়ে যাবে, যাদের পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল, পরে একটা দীর্ঘকাল তাদের ওপর দিয়ে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, তাতে তাদের দিল শক্ত হয়ে গিয়েছে এবং আজ তাদের অনেকেই ফাসিক হয়ে রয়েছে"?(সূরা হাদীদ ঃ ১৬)

٥٧٤- وَعَنْ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَنكِبَيَّ فَقَالَ : كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ" وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ : إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ" - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৫৭৪. হযরত ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার বাহুমূলে ধরলেন। তারপর বললেন ঃ "দুনিয়াতে এভাবে কাটাও যেন তুমি মুসাফির বা পথিক"। হযরত ইব্ন উমার (রা) বলতেন ঃ যখন সন্ধ্যা হয়ে যায় সকাল বেলার অপেক্ষা করো না। আর যখন সকাল হয়ে যায় সন্ধ্যা বেলার অপেক্ষা করো না। সুস্বাস্থ্যের দিনগুলোতে রোগব্যাধির (দিনগুলোর) জন্য প্রস্তুতি নাও। আর জীবদ্দশায় থাকাকালীন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো। (বুখারী)

٥٧٥- وَعَنْه أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَا حَقُّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوْصِيْ فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ "يَبِيْتُ ثَلاَثَ لَيَالٍ " قَالَ ابنُ عُمَرَ : مَا مَرَّتْ عَلَى لَيْلَةٌ مُنذُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ إِلاَّ وَعِنْدِىْ وَصِيَّتِىْ -

৫৭৫. হযরত ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে মুসলিম ব্যক্তির নিকট ওসিয়্যত করার মত কোন বিষয় থাকে, তার পক্ষে দু'রাতও তা না লিখে রেখে কাটানো সমীচিন নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের বর্ণনায় আছে ঃ তিন রাতও কাটানো উচিত নয়। হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, যেদিন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একথা শুনেছি তারপর আমার উপর দিয়ে একটি রাত ও এরূপ অবিবাহিত হয়নি, যখন আমার সাথে আমার (লিখিত) ওসিয়্যত ছিল না।

٥٧٦- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَطَّ النَّبِىُّ ﷺ خُطُوْطًا فَقَالَ : هَذَا الْإِنْسَانُ ، وَهَذَا أَجَلُهُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ الْخَطُّ الْأَقْرَبُ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৫৭৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকটি রেখা টানলেন। তারপর বললেন ঃ এটা হচ্ছে মানুষ। আর এটা তার মৃত্যু (এর রেখা)। মানুষ এভাবেই থাকে (এবং বিভিন্ন আশা আকাঙ্ক্ষা নিরত থাকে।) অবশেষে তার মৃত্যু এসে উপনীত হয়। (বুখারী)

٥٧٧- وَعَنْ ابنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : خَطَّ النَّبِىُّ ﷺ خَطًّا مُرَبَّعًا وَخَطَّ خَطًّا فِى الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِىْ فِى الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِىْ فِى الْوَسَطِ فَقَالَ : هَذَا الْإِنْسَانُ ، وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيْطًا بِهِ أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ وَهَذَا الَّذِىْ هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ وَهَذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ فَإِن أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا ، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৫৭৭. হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি চতুষ্কোণ রেখা টানলেন। তার মধ্যখানে আরেকটি রেখা টানলেন যা তা বাইরে পর্যন্ত চলে গিয়েছে। মধ্যবর্তী এ রেখাটির সাথে আরো কতগুলো ছোট ছোট রেখা (আড়াআড়ি ভাবে) টানলেন। তারপর বললেন ঃ এটা হল মানুষ। আর এটা হল তার মৃত্যু যা কিনা তাকে বেষ্টন করে আছে। বা যাকে সে বেষ্টন করে আছে। বাইরে বেরিয়ে যাওয়া রেখাটুকু তার আশা আকাঙ্ক্ষা । ছোট ছোট রেখাগুলো হল, তার জীবনের ঘটনাবলী। কোন একটি ঘটনা দুর্ঘটনা তার জীবনে থেকে ফসকে গেলে, অপরটি তাকে আঁচড় দেয়। তার থেকেও যদি সে রেহাই পেয়ে যায় তাহলে তৃতীয়টি তাকে নিষ্পেষিত করে যায়। (বুখারী)

٥٧٨- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا ، هَلْ تَنْتَظِرُوْنَ إِلاَّ فَقْرًا مُنْسِيًا أَو غِنًى مُطْغِيًا أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا أَو هَرَمًا مُفَنِّدًا أَو مَوْتًا مُجْهِزًا أَوِ الدَّجَّالَ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ أَوِ السَّاعَةَ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ؟ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৫৭৮. হযরত হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ৭টি জিনিস প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই তোমরা নেক কাজের দিকে সত্ত্বর অগ্রসর হও। সেগুলো এই ঃ ১. তোমরা তো অপেক্ষমান শুধু এমন দারিদ্রেরই যা তোমাদের অমনোযোগী বানিয়ে দেবে, ২. বা এমন প্রাচুর্যের যা তোমাদের সীমালংঘন করিয়ে দেবে, ৩. অথবা এরূপ রোগ ব্যধির যা তোমাদের পাপাসক্ত করে ছাড়বে, ৪. এমন বৃদ্ধাবস্থার যা জ্ঞান-বুদ্ধিকে বিলোপ করে দেবে, ৫. এমন মৃত্যুর যা অচিরেই সংঘটিত হবে, ৬. কিংবা দাজ্জালের, যা কিনা নিকৃষ্ট অনুপস্থিত বস্তু, যার জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে, ৭. অথবা কিয়ামরেত যা অত্যন্ত বিভীষিকাময় ও কঠিন। (তিরমিযী)

٥٧٩- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِى الْمَوْتَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৫৭৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "(দুনিয়ার) স্বাদ-গন্ধকে বিলুপ্তকারী মৃত্যুকে তোমরা বেশিবেশি স্মরণ কর।" (তিরমিযী)

٥٨٠- وَعَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ : يَأَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا اللّٰهَ جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ " قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّى أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِىْ ؟ قَالَ : مَا شِئْتَ " قُلْتُ الرُّبُعَ؟ قَالَ : مَا شِئْتَ ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ " قُلْتُ : فَالنِّصْفُ قَالَ " مَاشِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ " قُلْتُ : فَالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ : مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ " قُلْتُ : أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِىْ كُلَّهَا؟ قَالَ : إِذًا تُكْفَىْ هَمَّكَ ، وَيُغْفَرَ لَكَ ذَنْبُكَ" - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৫৮০. হযরত ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিয়ম ছিল ঃ রাতের এক তৃতীয়াংশ পার হয়ে গেলে তিনি উঠে পড়তেন। উঠে

বলতেন ঃ হে মানুষ, আল্লাহকে স্মরণ করো। প্রথম ফুৎকার তো এসেই গিয়েছে। তারপর পরই আসছে দ্বিতীয় ফুৎকার। তার সাথেই আসছে মৃত্যু। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার ওপর খুব বেশিবেশি দরূদ পড়ে থাকি। আপনি আমাকে বলুন, দরূদের জন্য আমি কতটুকু সময় নির্দিষ্ট করব। তিনি বললেন ঃ তুমি যতটুকু সমীচিন মনে কর। তবে তুমি যদি এর চাইতেও বৃদ্ধি কর, তাহলে তা তোমার জন্য বল্যাণকর হবে। আমি বললাম ঃ তাহলে দুই ভাগের এক ভাগ? তিনি বললেন 'ঃ সেটা তোমার ইচ্ছা। তবে এর চাইতেও বেশি করলে তা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললাম ঃ তবে দুই তৃতীয়াংশ ? তিনি বললেন ঃ তুমি সেটা ভাল মনে কর। তবে এর চাইতেও বেশি করতে পারলে তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললাম ঃ আচ্ছা, দরূদ পড়ার জন্য পুরো সময়কেই যদি আমি নির্দিষ্ট করে নিই, তাহলে কিরূপ হয়? তিনি বললেনঃ এরূপ করতে পারলে, এ দরুদ তোমার যাবতীয় দুশ্চিন্তাকে দূরীভূত করার জন্য যথেষ্ট হবে। এবং তোমার গুনাহ্ রাশিকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। (তিরমিযী)

بَابُ اِسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ لِلرِّجَالِ وَمَا يَقُوْلُهُ الزَّائِرُ

অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষের জন্য কবর যিয়ারত করা ও তার দু'আ।

٥٨١- عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا"- رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

৫৮১. হযরত বুরাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদের কবর যিয়ারতে করতে নিষেধ করে ছিলাম। কিন্তু এখন বলছি ঃ তোমার কবর যিয়ারত কর। (মুসলিম)

٥٨٢ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتَهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقُوْلُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَأَتَاكُمْ مَا تُوْعَدُوْنَ غَدًا مُؤَجَّلُوْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ" - رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

৫৮২. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে রাতে তার ঘরে কাটাতেন, শেষ রাতের দিকে উঠে মদীনার কবর স্থান জান্নাতুল বাকীতে চলে যেতেন। আর বলতেন ঃ 'আসসালামু আলাইকুম.....।' হে কবরস্থানের অধিবাসী সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের অর্জিত হোক ঐ সব জিনিস, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের সাথে করা হয়েছে, কাল কিয়ামতের দিন। বলা বাহুল্য, তোমাদের একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হয়েছে। আমরাও আল্লাহ চাহে তো অচিরেই তোমাদের সাথে মিলিত হচ্ছি। হে আল্লাহ! বাকীউল গারকাদ-এর বাসিন্দাদের ক্ষমা করে দাও। (মুসলিম)

٥٨٣- وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوْا إِلَى الْمَقَابِرِ أَنْ يَقُوْلَ قَائِلُهُمْ " اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ أَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৫৮৩. হযরত বুরাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের শিক্ষা দিতেন ঃ তারা যখন কবরস্থানে যায়, তখন যেন এরূপ বলে ঃ "আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাদ দিয়ারে ..... হে কবরবাসী মু'মিন ও মুসলিমরা, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমরাও আল্লাহ চাহে তো তোমাদের সাথে মিলিত হব। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। (মুসলিম)

٥٨٤- وَعَنْ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقُبُوْرٍ بِالْمَدِيْنَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৫৮. হযরত আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার কতক কবরের পাশ দিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় সে দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন ঃ "আস্ সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবূরে .....- হে কবরবাসীরা! তোমাদের প্রতি শান্তি ও বর্ষিত হোক! ক্ষমা করুন আল্লাহ আমাদের এবং তোমাদের। তোমরা তো আমাদের পুর্বসূরী। আমরা তোমাদের উত্তরসূরী। (তিরমিযী)

بَابُ كَرَاهِيَةِ تَمَنِّى الْمَوْتِ بِسَبَبِ ضَرٍّ نَزَلَ بِهِ وَلَا بَأْسَ بِهِ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ فِى الدِّيْنِ -

অনুচ্ছেদ ঃ বিপদে পড়ে মৃত্যু কামনা করা ঠিক নয়। তবে দীন ও ঈমানী ফিত্‌নার আশংকায় কামনা করতে দোষ নেই।

٥٨٥- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ وَإِمَّا مُسِيْئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ وَإِنَّهُ لَا يَزِيْدُ الْمُؤْمِنَ عُمُرُهُ إِلَّا خَيْرًا -

৫৮৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কারণ, সে নেক্‌কার হলে বিচিত্র নয় যে তার নেক কাজের পরিমাণ বেড়ে যাবে। আর যদি সে গুনাহগার হয়ে তাহলে হতে পারে সে তার কৃত অন্যায় পাপের সংশোধনের সুযোগ পাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। আর মৃত্যু আসার আগেই যেন মৃত্যুর জন্য দু'আ না করে। কারণ, মানুষ যখন মরে যায় তার আমলও বন্ধ হয়ে যায়। মু'মিনের জীবন কাল বৃদ্ধি পেলে তাতে তার কল্যাণেই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

٥٨٦- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِيْ وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৮৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন বিপদে পতিত হওয়ার দরুণ মৃত্যু কামনা না করে। কিছু বলতে যদি সে একান্ত বাধ্যই হয়ে পড়ে তাহলে যেন (এরূপ) বলে ঃ "আল্লাহুম্মা আহ্‌য়িনী মা কানাত .....। হে আল্লাহ! আমাকে ঐ সময় পর্যন্ত জীবিত রাখ, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার জীবন আমার জন্য কল্যাণকর হয়। আমাকে মৃত্যু দান কর যখন আমার মৃত্যু কল্যাণকর হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٨٧- وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ نَعُوْدُهُ وَقَدْ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ : إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِيْنَ سَلَفُوْا مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لاَ نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلاَّ التُّرَابَ وَلَوْلاَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يَبْنِيْ حَائِطًا لَهُ فَقَالَ : إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُؤْجَرُ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ إِلاَّ فِيْ شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِيْ هٰذَا التُّرَابِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৮৭. হযরত কায়েস ইব্‌ন হাযম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খাব্বাব ইব্‌ন আরত (রা) রোগ পরিচর্যার উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট গেলাম। তিনি তখন সপ্ত দাগ লাগাচ্ছিলেন। তারপর বললেন ঃ আমাদের সংগীদের যারা ইতিপূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছেন তারা তো চলে গেছেন। দুনিয়া তাদের কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত করেনি। পক্ষান্তরে আমরা এমন সব জিনিসের সাথে জড়িয়ে পড়েছি ও অর্জন করেছি যার সংরক্ষণের স্থান মাটি ছাড়া আর কোথাও নেই। নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি আমাদের মৃত্যুর জন্য দু'আ করতে নিষেধ না করতেন তাহলে আমি অবশ্যই তার জন্য দু'আ করতাম। হযরত কায়েস (রা) বলেন ঃ আমরা পুনরায় তাঁর নিকট গেলাম। গিয়ে দেখি তিনি তাঁর একটি দেয়াল তৈরী করেছেন। তখন বললেন ঃ মুসলমান তার কৃত প্রতিটি কাজের (বা খরচের) জন্য প্রতিদান পেয়ে থাকে। একমাত্র এমনটি ছাড়া (মাটি দ্বারা ঘর-বাড়ি নির্মাণ ইত্যাদিতেই কেবল সে প্রতিদান পায় না।)(বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الْوَرْعِ وَتَرْكِ الشُّبْهَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ পরহেযগারী ও সন্দেহমূলক জিনিস পরিহার করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَتَحْسَبُوْنَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ (النور : ١٥)

"তোমরা তো এটাকে খুব সহজ ব্যাপার মনে করেছিলে। কিন্তু আল্লাহর কাছে এটা অনেক বড় কথা।" (সূরা নূর ঃ ১৫)

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (الفجر : ١٤)

"নিশ্চয়ই তোমরা প্রতিপালক নাফরমান লোকদের পাকড়াও করার জন্য ওঁৎপেতেই আছেন।" (সূরা ফাজ্‌র ঃ ১৪)

٥٨٨- وَعَنْ النُّعْمَانَ بن بَشِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتَ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ كَالرَّاعِىْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللّٰهِ مَحَارِمُهُ ، أَلاَ وَإِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ : أَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৮৮. হযরত নু'মান ইব্‌ন বাশির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি ঃ হালালও সুস্পষ্ট, হারাম ও সুস্পষ্ট। আর এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে কিছু সংশয়পূর্ণ জিনিস। (যে গুলোর হালাল ও হারাম হওয়ার বিষয়টি প্রচ্ছন্ন রয়েছে)। যেগুলো সম্পর্কে অধিকাংশ লোকই জানে না। যে এসব সন্দেহপূর্ণ জিনিস থেকে দূরে থাকবে সে-ই তার দীন ও ইজ্জত সম্মানকে হিফাযত করতে সক্ষম হবে। পক্ষান্তরে যে সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে জড়িয়ে পড়বে, সে হারামের মধ্যে পতিত হবে। তার দৃষ্টান্ত ঐ রাখালের ন্যায় যে চারণভূমির আশে পাশে তার ছাগল মেষ পাল চরায়। এরূপ ক্ষেত্রে সর্বদাই উক্ত প্রাণীর

তাতে ঢুকে পড়ার আশংকা থাকে। জেনে রাখ, প্রত্যেক বাদশার জন্য একটি নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে। আর আল্লাহর নির্ধারিত সীমা হচ্ছে তার হারাম করা জিনিসসমূহ। আরো জেনে রাখ, মানুষের শরীরে এক টুকরা গোশ্ত রয়েছে। সেটি সুস্থ ও দোষমুক্ত হলে সমগ্র শরীরই সুস্থ ও দোষমুক্ত হয়ে যায়। আর সেটি যদি দূষিত ও অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে সমগ্র শরীরই দূষিত ও অসুস্থ হয়ে যায়। সেটা হচ্ছে দিল বা অন্তঃকরণ। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٨٩- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيْقِ فَقَالَ : لَوْلاَ أَنِّيْ أَخَافُ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৮৯. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একবার) রাস্তায় একটি খেজুর পেলেন। তখন তিনি বললেন ঃ এটি যদি সাদাকার মাল হওয়ার আশংকা না হত তাহলে অবশ্যই আমি এটিকে খেয়ে নিতাম। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٩٠- وَعَنْ النَّوَّاسِ بنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِيْ نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৫৯০. হযরত নাওয়াস ইব্ন সাম'আন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পুণ্য ও সততা সচ্চরিত্রেরই অপর নাম। অপর দিকে গুনাহ হল যা তোমার অন্তরে সন্দেহের অবতারণা করে এবং লোক তা জেনে ফেলুক তা তোমরা নিকট অপসন্দনীয়। (মুসলিম)

٥٩١- وَعَنْ وَابِصَةَ بنِ مَعْبَدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : اسْتَفْتِ قَلْبَكَ الْبِرُّ : مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ فِيْ مُسْنَدَيْهِمَا -

৫৯১. হযরত ওয়াবিসা ইব্ন মা'বাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি কি ভাল (ও মন্দ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে এসেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তোমার অন্তরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করো। ভাল ও সৎ স্বভাব হল ঃ যার ওপর নফস তৃপ্ত থাকে এবং হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে থাকে। আর গুনাহ হল যা মনে খটকা ও সংশয়ের সৃষ্টি করে এবং অন্তরে উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার উদ্রেক করে। যদিও লোকে তোমাকে ফাত্ওয়া দিক বা তোমাকে ফাত্ওয়া জিজ্ঞেস করুক। (আহমদ ও দারিমী)

٥٩٢- وَعَنْ أَبِي سِرْوَعَةَ عُقْبَةَ بنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ إِبْنَةً لِأَبِي إِهَابِ بنِ عَزِيْزٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ بِهَا فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ : مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلاَ أَخْبَرْتَنِي فَرَكِبَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ ؟ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৫৯২. হযরত সিরওয়াআ'হ উকবা ইব্ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু ইহাব ইব্ন আযিমের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। তারপর তার নিকট এক মহিলা এল। সে বলল ঃ উকবা এবং আবু ইহাবের কন্যা যার সাথে সে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে উভয়কে আমি দুধপান করিয়েছি। উকবা (রা) বললেন ঃ আমার তো জানা নেই যে আপনি আমাকে দুধ পান করিয়েছেন। আর আপনি তা আমাকে জানানও নি। এরপার উকবা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট মদীনার উদ্দেশ্যে চলে গেলেন এবং এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তাহলে তুমি কিভাবে তাকে (নিজের বিবাহে) রাখবে? অথচ একথা বলা হয়েছে যে সে তোমার দুধ বোন। কাজেই উকবাহ (রা) তাকে পৃথক করে দিলেন। সে (মহিলা) পরে আরেক জনের সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়। (বুখারী)

٥٩٣- وَعَنْ الْحَسَنِ بنِ عَلِّي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيْبُكَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৫৯৩. হযরত হাসান ইব্ন আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমি একথাটি স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করেছি ঃ "যে জিনিস তোমাকে সন্দেহে পতিত করে তা ছেড়ে দাও এবং যা কোনরূপ সন্দেহে পতিত করে না তা গ্রহণ কর"। (তিরমিযী)

٥٩٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ لأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ غُلاَمٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ ، فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الْغُلاَمُ : تَدْرِي مَا هٰذَا ؟ فَقَالَ أَبُوْبَكْرٍ "وَمَا هُوَ؟ قَالَ كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لإِنْسَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنَ الْكِهَانَةَ إِلاَّ أَنِّي خَدَعْتُهُ فَلَقِيَنِي ، فَأَعْطَانِي بِذٰلِكَ هٰذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ ، فَأَدْخَلَ أَبُوْبَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৫৯৪. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর সিদ্দীক (রা) একটি গোলাম ছিল। যে রোজ তাকে কামাই করে এনে দিত। হযরত আবু বকর (রা) তার রোজগার থেকে খেতেন। একদিন সে কিছু একটা নিয়ে এল। হযরত আবু বকর (রা) তার থেকে কিছু খেলেন। গোলামটি তাকে বলল ঃ আপনি জানেন কি এটা কি ছিল? হযরত আবু বকর (রা) বললেন ঃ কি ছিল এটা? গোলামটি বলল ঃ আমি জাহিলিয়াতের যুগে কোন এক লোকের হাত গুনেছিলাম। আর গণনাও আমি তেমন জানতা না। আমি বরং তাকে ধোঁকাই দিয়েছিলাম। এখন তারই সাথে সাক্ষাত হয়েছিল। সে আমাকে এ জিনিসটি দিয়েছিল (আগের গননার বিনিময়ে) যা আপনি খেলেন। একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা) মুখে হাত প্রবেশ করিয় দিলেন এবং পেটে যা কিছু ছিল সব বমি করে ফেলে দিলেন। (বুখারী)

٥٩٥- وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِيْنَ الْأَوَّلِيْنَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَفَرَضَ لِابْنِهِ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَخَمْسَمِائَةٍ فَقِيْلَ لَهُ : هُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ فَلِمَ نَقَصْتَهُ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ أَبُوْهُ يَقُوْلُ لَيْسَ هُوَ كَمَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৫৯৫. হযরত নাফি (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) প্রথমদিকে হিজরতকারীদের জন্য (বাৎসরিক) চার হাজার দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তার নিজ পুত্রের জন্য নির্ধারণ করলেন তিন হাজার পাচঁশ । তাকে বলা হল, আপনার পুত্রও তো মুহাজিরদের অন্তর্গত। তাহলে তার জন্য কম ভাতা নির্ধারণ করলেন কেন? তিনি বললেন ঃ তার সাথে তো তার পিতাও হিজরত করেছে। অর্থাৎ তিনি বলতে চাচ্ছেন তা অবস্থাতো তাদের মত নয় যারা একাকী হিজরত করেছে। (বুখারী)

٥٩٦- وَعَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عُرْوَةَ السَّعْدِيِّ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَالَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ بَأْسٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৫৯৬. হযরত আতিয়্যা ইব্ন ওরওয়াহ্ সা'দী সাহাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকীদের মর্যাদায় উন্নীত হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে এমন সব জিনিস ত্যাগ করবে যাতে কোন দোষ নেই, যাতে করে সে ঐসব জিনিস থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। যাতে কোন না কোন দোষ (যুক্ত) রয়েছে। (তিরমিযী)

بَابُ اسْتِحْبَابِ اَلْعُزْلَةِ عِنْدَ فَسَادِ النَّاسِ وَالزَّمَانِ أَوِ الْخَوْفِ مِنْ فِتْنَةٍ الدِّيْنِ أَوْ وُقُوْعٍ فِيْ حَرَامٍ وَشُبْهَاتٍ وَنَحْوِهَا ـ

অনুচ্ছেদ ঃ যাবতীয় অন্যায় থেকে দূরে থাকা এবং যুগ মানুষের ফিতনা ও দীন সম্পর্কে ভীতি এবং নিষিদ্ধ বিষয়ে জড়িয়ে পড়ার আশংকা ইত্যাদি।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَفِرُّوا إِلَى اللّٰهِ إِنِّى لَكُمْ مِنْه نَذِيْرٌ مُبِيْنٌ (الذاريات : ٥٠)

"তোমরা আল্লাহরই দিকে ধাবিত হও। আমি হচ্ছি তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী।" (সূরা যারিয়াত ঃ ৫০)

٥٩٧- وَعَنْ سَعْدَ بنُ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

৫৯৭. হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আমি বলতে শুনেছি ঃ "আল্লাহ আল্লাহভীরু প্রশস্ত অন্তরের অধিকারী ও আত্মগোপনকারী বান্দাকে ভালবাসেন।" (মুসলিম)

٥٩٨- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ " ثُمَّ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِيْ شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ : يَتَّقِي اللّٰهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৫৯৮. হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞেস্ করল ঃ কোন্ লোক সবচেয়ে ভাল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ ঐ মুজাহিদ যে তার মাল ও জান দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। লোকটি বলল ঃ তারপর কে (সবচেয়ে ভাল)? তিনি বললেন ঃ তারপর ঐ লোক যে পাহাড়ের কোন গিরিপথে নির্জনে (বসে) তার প্রতিপালকের ইবাদতে নিমগ্ন থাকে। অন্য এক রিওয়ায়েতে রয়েছে ঃ যে তাক্‌ওয়ার নীতি অবলম্বন করে এবং লোকদের তার অনিষ্ট থেকে সংরক্ষিত রাখে। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٩٩- وَعَنْه قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يُوْشِكُ أَنْ يَكُوْنَ خَيْرَ مَالَ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ـ

৫৯৯. হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ অদূর ভবিষ্যতেই মুসলমানদের উৎকৃষ্ট মাল রূপে গণ্য হবে ছাগল, সেগুলোকে নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় বা বৃষ্টি বহুল এলাকায় চলে যাবে। যাতে ফিত্‌না থেকে তার দীনকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। (বুখারী)

٦٠٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا بَعَثَ اللّٰهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ " فَقَالَ أَصْحَابُهُ : وَأَنْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৬০০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ এমন কোন নবী পাঠাননি যিনি ছাগল চরাননি। সাহাবায়ে কেরাম বললেন ঃ আপনি কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমিও কয়েক কিরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চরাতাম। (বুখারী)

٦٠١- وَعَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ أَوِ الْمَوْتَ مَظَانَّهُ ، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هٰذِهِ الشَّعَفِ ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ هٰذِهِ الأَوْدِيَةِ ، يُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ فِي خَيْرٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬০১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ লোকদের মধ্যে উৎকৃষ্টতম জিন্দেগীর অধিকারী সেই লোক যে আল্লাহর পথে ঘোড়ার লাগাম ধারণ করে তার পিঠে চড়ে অভিযান রত। যেখানেই শত্রুর পদধ্বনী বা ভীতিপ্রদ আওয়ায সে শুনতে পায়, সে দিকেই সে বিদ্যুৎগতিতে চলে যায় এবং প্রত্যেক সম্ভাব্য রণক্ষেত্রে সে শাহাদাত বা মৃত্যুর অনুসন্ধানে থাকে। অথবা ঐ লোকের জিন্দেগী (উৎকৃষ্ট) যে গুটি কয়েক ছাগল নিয়ে এ পাহাড় শ্রেণীর কোন এক পাহাড়ের চূড়ায় অথবা এ উপত্যকাগুলোর কোন এক উপত্যকায় অবস্থান করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, এবং আমৃত্যু তার প্রতিপালকের ইবাদত বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকে আর লোকদের সাথ সদাচারণ ছাড়া অন্য কিছুকেই প্রশয় দেয় না। (মুসলিম)

بَابُ فَضْلِ الْاِخْتِلَاطِ بِالنَّاسِ وَحُضُوْرِ جَمْعِهِمْ وَجَمَاعَتِهِمْ وَمَشَاهِدِ الْخَيْرِ وَمَجَالِسِ الذِّكْرِ مَعَهُمْ، وَعِيَادَةِ مَرِيْضِهِمْ وَحُضُوْرِ جَنَائِزِهِمْ وَمُوَاسَاةِ مُحْتَاجِهِمْ وَإِرْشَادِ جَاهِلِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَصَالِحِهِمْ لِمَنْ قَدَرَ وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَقَمْعِ نَفْسِهِ عَنِ الْإِيْذَاءِ وَصَبْرِ عَلَى الْأَذَى

অনুচ্ছেদ ঃ মানুষের সাথে মেলামেশার মাহাত্ম, কল্যাণের মজলিসে হাযির হওয়া রোগীর পরিচর্যা করা, জানাযায় শরিক হওয়া, অভাবীর সাহায্যে এগিয়ে আসা, অজ্ঞদের সঠিক পথ প্রদর্শনে সহায়তা করা, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা, অন্যকে কষ্ট না দেয়া এবং কষ্ট পেয়েও ধৈর্য অবলম্বন করা ইত্যাদি।

اِعْلَمْ أَنَّ الْاِخْتِلَاطَ بِالنَّاسِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِيْ ذَكَرْتُهُ هُوَ الْمُخْتَارُ الَّذِيْ كَانَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، وَسَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ، وَكَذَلِكَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ وَأَخْيَارِهِمْ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى۔

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى (المائدة: ٢)

গ্রন্থকার আল্লামা ইমাম নববী (র) বলেন, লোক সমাজের সাথে উপরোল্লেখিত নীতির ভিত্তিতে মেলামেশা করাই পসন্দনীয় ও গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরাম, খুলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈগণের প্রত্যেকের একই নীতি ও আদর্শ ছিল। পরবর্তীকালের উলামায়ে কিরাম ও উম্মাতের উৎকৃষ্ট মনীষীরাও একই আদর্শের অনুসরণ করেছেন। ইমাম শাফিঈ ও আহ্মাদ ও ফিক্হ শাস্ত্রের ইমামগণ ও অপরাপর ইসলামী চিন্তাবিদরা সকলেই সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করা এবং সামাজিক ও সাংসারিক দায়িত্ব কর্তব্য পালনকেই ইসলামী যিন্দেগীর ক্ষেত্রে সফলতার পর্ব শর্ত হিসেবে গণ্য করেছেন।

"পুণ্য ও তাক্ওয়ার ক্ষেত্রে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর।" (সূরা মায়িদাহ ঃ ২)

بَابُ التَّوَاضُعِ وَخَفْضِ الْجَنَاحِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ মু'মিনদের সাথে বিনয় ও নম্রতা সুলভ ব্যবহার করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (الشعراء ٢١٥)

"যারা তোমার অনুসরণ করে, সে সমস্ত বিশ্বাসীর প্রতি বিনয়ী হও।" (সূরা শু'আরা ঃ ২১৫)

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ (المائدة : ٥٤)

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিজের দীন থেকে ফিরে যায়, আল্লাহ আরো এমন অনেক লোক সৃষ্টি করবেন, যারা হবে আল্লাহর প্রিয় এবং আল্লাহ হবেন তাদের নিকট প্রিয়। যারা মু'মিনদের প্রতি নম্র ও বিনয়ী হবে এবং কাফিরদের প্রতি হবে অত্যন্ত কঠোর"। (সূরা মায়িদা ঃ ৫৪)

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ (الحجرات : ١٣)

হে মানুষ! আমিই তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন মহিলা থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর তোমাদের জাতি ও গোষ্ঠী বানিয়ে দিয়েছি। যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। বস্তুত আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানীত সে, যে তোমাদের মধ্যে সবচাইতে বেশী আল্লাহকে ভয় করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সবকিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত। (সূরা হুজুরাত ঃ ১৩)

فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (النجم : ٣٢)

"কাজেই তোমরা তোমাদের আত্ম-পবিত্রতার দাবী করো না, প্রকৃত মুত্তাকী কে, তা তিনিই ভালো জানেন।" (সূরা নাজম ঃ ৩২)

وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ قَالُوْا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ - أَهٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ (الأعراف : ٤٨ ٤٩)

(এই আ'রাফের লোকেরা) দোযখের কয়েকজন বড় বড় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোককে তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনে ডেকে বলবে ঃ দেখলে তো আজ না তোমাদের বাহিনী কোন কাজে আসল না, সেসব সাজ-সরঞ্জাম যাকে তোমরা খুব বড় জিনিস বলে মনে করছিলে? আর এ জান্নাতবাসীরা কি সে সব লোক নয়, যদের সম্পর্কে তোমরা কসম করে বলতে, এ লোকদেরকে আল্লাহ নিজের রহমত থেকে কোন অংশই দান করবেন না। আজ তো তাদেরই বলা হল ঃ তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাদের জন্য না ভয় আছে, না কোন মর্মবেদনা।" (সূরা আ'রাফ ঃ ৪৮ - ৪৯)

٦٠٢- وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوْا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَبْغِيْ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬০২. হযরত ইয়ায ইব্ন হিমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ আমার নিকট ওহী পাঠিয়েছেন, তোমরা পরস্পর পরস্পরের সাথে বিনয় নম্রতার আচরণ কর। যাতে কেউ কারো ওপর গৌরব না করে এবং একজন আরেক জনের ওপর বাড়াবাড়ি না করে। (মুসলিম)

٦٠٣- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ان رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬০৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "দানের দ্বারা সম্পদ কমে না। ক্ষমার দ্বারা আল্লাহ্ বান্দার ইজ্জত ও সম্মান বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কিছু করেন না। আর যে একমাত্র আল্লাহরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনয় ও নম্রতার নীতি অবলম্বন করে, আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।" (মুসলিম)

٦٠٤- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬০৪. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কিছু সংখ্যক বালকের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের সালাম দিলেন। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এরূপ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٠٥- وَعَنْهُ قَالَ إِنْ كَانَتِ الْأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ الْمَدِيْنَةِ لِتَأْخُذُ بِيَدِ النَّبِيِّ ﷺ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৬০৫. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার বাঁদীদের থেকে কোন বাঁদী (অনেক সময়) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাত ধরে নিত। আর সে যেখানে ইচ্ছা তাকে নিয়ে হেঁটে বেড়াত। (বুখারী)

٦٠٦- وَعَنْ الْأَسْوَدِ بنِ يَزِيْدَ قَالَ : سُئِلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا : مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِيْ بَيْتِهِ؟ قَالَتْ : كَانَ يَكُوْنُ فِيْ مِهْنَةِ أَهْلِهِ يَعْنِيْ خِدْمَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৬০৬. হযরত আসওয়াদ ইবন ইয়াযিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে কি কাজ করতেন? তিনি বলেছিলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে থাকাকালীন ঘর কন্যার কাজ করতেন। যখনি নামাযের সময় হত, তিনি নামাযের জন্য চলে যেতেন।" (বুখারী)

٦٠٧- وَعَنْ أَبِيْ رِفَاعَةَ تَمِيْمِ بْنِ أُسَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : إِنْتَهَيْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَجُلٌ غَرِيْبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِيْنِهِ لاَ يَدْرِيْ مَا دِيْنُهُ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَأُتِيَ بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِيْ مِمَّا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَّ آخِرَهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬০৭. হযরত আবু রিফাআ তামীম ইব্‌ন উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট গেলাম। তিনি তখন ভাষণ দিচ্ছিলেন। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! (আমি) এক মুসাফির আপনার নিকট দীন সম্পর্কে জানতে এসেছি। সে জানে না দীন কাকে বলে। (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভাষণ বন্ধ করে আমার দিকে মুখ ফিরালেন। এমন কি তিনি আমার নিকট এসে গেলেন। তারপর একটি চেয়ার আনা হল। তিনি তাতে বসলেন। তিনি আমাকে ঐ সব বিধান শেখাতে লাগলেন, যা আল্লাহ তাঁকে শিখিয়েছেন। তারপর আবার তিনি ভাষণ শুরু করলেন এবং ভাষণ সমাপ্ত করলেন। (মুসলিম)

٦٠٨- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ان رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ قَالَ : إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَأَمَرَ أَنْ تُسْلَتَ الْقَصْعَةَ قَالَ : فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ فِيْ أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬০৮. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খানা খেতেন, তখন তিন অংগুলি চেটে খেতেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের যদি লোক্‌মা পড়ে যায় তাহলে তার ময়লা পরিস্কার করে যেন সে তা খেয়ে নেয়। শয়তানের জন্য যেন রেখে না দেয়। তিনি পাত্র পরিস্কার করে খাওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ কারণ তোমাদের জানা নেই, তোমাদের কোন খাবারে বরকত নিহিত আছে। (মুসলিম)

٦٠٩- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَا بَعَثَ اللّٰهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ قَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ؟ فَقَالَ : نَعَمْ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيْطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৬০৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ এমন কোন নবী পাঠননি, যিনি বকরী চরাননি। সাহাবায়ে কিরাম

(রা) জিজ্ঞেস করলেন, আপনিও কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমিও কয়েক কিরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের বকরী চরাতাম। (বুখারী)

٦١٠- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَوْ دُعِيْتُ إِلَى كُرَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৬১০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমাকে যদি একটি বাযু বা পায়ের জন্যও দাওয়াত করা হয় তাহলেও অবশ্যই আমি ঐ আহবানে সাড়া দিব। আমাকে যদি কেউ একটি পা অথবা বাযুও হাদিয়া পাঠায়, তবু আমি তা গ্রহণ করব। (বুখারী)

٦١١- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ نَاقَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْعَضْبَاءُ لَاتُسْبَقُ أَوْ لَا تَكَادُ تُسْبَقُ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُوْدٍ لَهُ ، فَسَبَقَهَا فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ حَتَّى عَرَفَهُ فَقَالَ : حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৬১১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর 'আদবা' নামক একটি উট্নী ছিল। দৌড়ে সেটিকে কোন উট্নী অতিক্রম করে যেতে পারত না। অবশেষ এক বেদুঈন গ্রামবাসী তার উঠতি বয়সের এক উট্নীতে চড়ে আসল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উট্নীর সাথে দৌড়ে সেটি আগে চলে গেল। মুসলমানদের নিকট বিষয়টি বেশ কষ্টদায়ক অনুভূত হল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্পর্কে জানতে পারলেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ বিধান হল ; দুনিয়ার বুকে কোন জিনিস যখন উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করে, আল্লাহ সেটিকে অবনমিত করে দেন। (বুখারী)

بَابُ تَحْرِيْمِ الْكِبْرِ وَالْإِعْجَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ অহংকার ও অত্মপ্রীতির অবৈধতা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ (القصص: ٨٣)

"এটাই পরলোক যা আমি নির্ধারিত করি তাদেরই জন্য যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতেও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না, শুভ পরিণাম সাবধানীদের জন্যই নির্ধারিত।" (সূরা কাসাস ঃ ৮৩)

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا (الإسراء: ٣٧)